CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-238 ■ 8 June, 2025 ■ আগরতলা ৮ জুন , ২০২৫ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় উদযাপিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ইদুজ্জোহা। আজ সকালে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। প্রসঙ্গত, যথাযোগ্য মর্য্যাদায় রাজ্যেও পালিত ইদুজ্জোহা। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আপন করে নিয়েছেন। আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।এদিকে, পবিত্র ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে আজ কৈলাসহর টিলা বাজার জামে মসজিদের ঈদগা প্রাঙ্গনে নামাজ আদায় করেন মৌলানা শাহনাহাজ হুসেন।

তাছাড়া, বাবুর বাজারে নামাজ আদায় করেন মৌলানা হাবিল আহমেদ। এছাড়াও পশ্চিম বাজার জামে মসজিদ, রাঙ্গাউটি মসজিদ, ইরানি মসজিদ, গৌরনগর মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদে নামাজ আদায় করা হয়।ঈদ উপলক্ষে টিলা বাজারে বসে মেলা। ঈদ উপলক্ষে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

এদিকে, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র উৎসব ঈদ। এই ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা দেশের সাথে ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরেও সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ উৎসব। ঈদকে কেন্দ্র করে সকাল বেলা কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন মসজিদে নামাজ আদায় করেন মুসলিম ধর্মের মানুষেরা। বিশেষকরে কৈলাসহরের টিলাবাজার জামে মসজিদ প্রাংগনে ঈদের নামাজ পড়ান হাফিজ সৈয়দ শাহনাজ হুসেন।

বাবুর বাজারের মাদ্রাসা প্রাংগনে নামাজ পড়ান মৌলানা হাবিল আহমেদ। কৈলাসহর বাজারের মসজিদে নামাজ পড়ান হাফিজ আব্দুল জলিল। এছাড়াও নুরপুর, রাঙ্গাউটি, ইরানি, মাগুবংলি, ইয়াজিখাওড়া, লাটিয়াপুড়া, গৌরনগর, ভগবান নগর, সমরুর মুখ, শ্রীনাথপুর, পূর্ব দুর্গাপুর, ছনতৈল ইত্যাদি জায়গার মসজিদেও নামাজ আদায় করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। মসজিদ নামাজ আদায় করার পর একে অপরের সাথে আলিঙ্গন করেন।

ঈদের বিশেষ নামাজ আদায়কে কেন্দ্র করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কৈলাসহর এবং ইরানি থানার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনী মজুত ছিলো। ঈদের বিশেষ নামাজকে কেন্দ্র করে প্রতিটি মসজিদের সামনে অস্থায়ী বিভিন্ন দোকান পাঠ খুলেন ব্যবসায়ীরা। এযেন এক মেলা পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো। ঈদকে কেন্দ্র করে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। নুরপুর মসজিদে নামাজ আদায় করতে অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মবস্বর আলী। নামাজ আদায় শেষে মবস্বর আলী বলেন যে, ঈদ মানেই আনন্দ। আমার আনন্দ যেন আরেকজনের নিরানন্দ না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে বলেও জানান। অন্যদিকে, টিলাবাজার জামে মসজিদে নামাজ আদায় করতে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তথা ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মো: বদরুজ্জামান। ঈদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এইমস চিকিৎসক দলের সঙ্গে বৈঠক

নাগরিকদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সরকার বদ্ধ পরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের নাগরিকদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লেনস্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে রাজ্যে সফররত নয়াদিল্লিস্থিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)''র এক চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠককালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এইমস''র অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম. শ্রীনিবাস-এর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ডা. রমেশ আগরওয়াল, ডা লক্ষ্মীতেজ উন্ডাভাল্লি, ডা. অরুণা কুমারী। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবাটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যে টেলি এডুকেশন ও টেলি কনসাল্টেশন পরিষেবাকে চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর আরও উন্নতিকল্পে এইমস''র প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা চেয়ে অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম শ্রীনিবাস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তাছাড়াও বৈঠকে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষেত্র সহ চলমান প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করা হয়। বৈঠকে এইমস''র অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম. শ্রীনিবাস রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে এইমস''র দৃষ্টিভঙ্গির কথা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে

উদয়পুর রাজনগরে উত্তেজনা, বাড়িঘর ভাঙচুর পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। গো - হত্যাকে কেন্দ্র করে উদয়পুর রাজনগর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। উত্তেজিত জনতারা অভিযুক্তের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের কুরবানী ঈদ। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে এই দিনটি অতিবাহিত হয় সেই জন্য প্রশাসনের তরফে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকলে ও হঠাৎ উদয়পুর রাজনগর ভুবেনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এলাকাবাসীদের বক্তব্য, আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের কুরবানী ঈদ ছিল। গতকাল প্রশাসনকে বলা হয়েছিল প্রকাশ্য জায়গায় যাতে গো- হত্যা না করা হয়। কিন্তু তারপরও উদয়পুর রাজনগর ভুবেনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে গো- হত্যা করা হয়েছে।এই খবর পাওয়া মাত্র এলাকার হিন্দু নাগরিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু বাড়ি ঘর ভাঙার খবর আসা মাত্র ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ সুপার, টিএসআর, উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকায়।

এবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত এসপি বিজয় দেববর্মা, গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের দুটি জায়গায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

প্রথমে প্রশাসনের নির্দেশিকা অমান্য করে প্রকাশ্যে গবাদি পশু জবাইকে কেন্দ্র করে উদয়পুর মহকুমার গোমতি পাড়া এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। প্রশাসনের নির্দেশে গবাদি পশুর দেহ মাটির নিচে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। তেমনি, উদয়পুর রাজনগর এলাকায় স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, ওই এলাকায় মুসলিম পরিবারের প্রকাশ্যে গো হত্যা করা হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। উত্তেজিত জনতা মুসলিম সম্প্রদায়কে এক ব্যক্তিকে মারধর করেছে এবং বাড়িঘর ভাঙচুর করেছেন। ওই ঘটনায়ও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। উদয়পুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তবে বেআইনি কোন কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না।

ঈদ মোবারক...

ইউনুসের নির্বাচন ঘোষণায় প্রশ্ন

ক্ষুব্ধ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ৭ জুন ।। বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে দেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে তিনি নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি। এই ঘোষণার পর থেকেই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বিএনপি এবং জামাত-এ-ইসলামী বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যেই নির্বাচন করার দাবি জানাচ্ছে। অন্যদিকে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনুসের প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন।

ঈদ-উল-আজহার দিনে জাতির উদ্দেশে টেলিভিশন ভাষণে মোহাম্মদ ইউনুস জানান, নির্বাচন কমিশন শীঘ্রই একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ প্রকাশ করবে। এই ঘোষণা আসে গত আগস্টে ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের ফলে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর।

বাংলাদেশ বিষয়ক বিশ্লেষক পার্থ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ইউনুস ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংস্কার হবে। কিন্তু এই কাজ রাতারাতি সম্ভব নয়।' তিনি মনে করেন, ইউনুসের ঘোষণার ফলে তার ওপর দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ আরও বেড়েছে।

ইউনুস বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি তিনি চীন ও জাপান সফর করেছেন এবং শীঘ্রই যুক্তরাজ্য সফরের পরিকল্পনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার দিকেও তিনি নজর দিচ্ছেন। তবে দেশের ভিতরে বিএনপি, জামাত, এবং সেনাবাহিনীর চাপের মুখে তাকে কীভাবে সামাল দিতে হবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ইউনুসের ঘোষণার পরপরই বিএনপি শুক্রবার রাতে তাদের স্থায়ী কমিটির বিশেষ বৈঠক ডাকে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই বৈঠকের সভাপতিত্ব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ২ সন্তানের বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। কাজ করতে গিয়ে হরিয়ানায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে কমলপুরের এক বাসিন্দা। শেষে বাধ্য হয়ে কমলপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন স্ত্রী অর্চনা খারিয়া। তাঁর দুই কন্যা সন্তানও রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কমলপুর থানাধিন বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা রবিলাল খারিয়া গাড়ি চালানোর জন্য হরিয়ানা গিয়ে নিখোঁজ। গত ২৪ এপ্রিল তাকে নিয়ে যায় পার্শবর্তী হারেরখোলার বাসিন্দা সাধন কন্দ। তার সাথে যায় তার এক ভাইপো রানা খারিয়া। কিন্তু যাওয়ার পর তার কোনো খোঁজ নেই। সেখান থেকে তার মোবাইল ফোন থেকে জানানো হয় সে অসুস্থ। এরপর থেকেই তার কোনো খোঁজ নেই। শেষে বাধ্য হয়ে কমলপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন স্ত্রী অর্চনা খারিয়া। রবিলাল খারিয়ার ষোলো বছর ও তেরো বছরের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। বাড়ির লোকেরা প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় আছে।

ডিগ্রি কলেজগুলি শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে, অভিযোগ এবিভিপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলি শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। অবিলম্বে কলেজগুলোতে

শিক্ষক নিয়োগের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে এবিভিপি।

কিন্তু সরকার দাবি পূরণে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে করে এমনটাই অভিযোগ তুলে নিন্দা জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাস বলেন, রাজ্যের কলেজ গুলোর জন্য সহকারী প্রফেসরের ২০৭ পদ অবিলম্বে সরকারের পূরণ করার প্রয়োজন। নাহলে কলেজগুলির পঠন-পাঠন নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যের কোচিং সেন্টার গুলির জন্য নির্দিষ্ট ভাবে কোন গাইডলাইন না থাকায় বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যের সরকারি শিক্ষকদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন, বহু শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন যারা বিদ্যালয়ের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কিংবা বাড়িতে বিদ্যা ব্যবসা করছেন।

সরকারের দ্রুত প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। কারণ সরকার এ বিষয়ে অবগত রয়েছে।

রাজ্যে ফের নাবালিকা বধূ উদ্ধার করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। শনিবার রাজ্যে ফের এক নাবালিকা বধূকে উদ্ধার করল শিশু সুরক্ষা কমিশন। ওই ঘটনা কৈলাসহর চন্ডিপুর ৫ নং ওয়ার্ডে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি কার্যকর হলেও রাজ্যে বাল্যবিবাহ অব্যাহত রয়েছে। এমনই ঘটনায় শনিবার দিন গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর চন্ডিপুর ৫ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে এক নাবালিকা বধূকে উদ্ধার করল চাইল্ড হেল্পলাইন এবং জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। জানা গেছে,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরি ও বোলেরোর সংঘর্ষ

গুরুতর আহত ১০জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারমুড়া পাহাড়ের শালবাগান এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে দূরপাল্লার একটি লরি ও বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মোট ১০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ একজন গাড়ি চালক আহত হয়েছে।

গাড়িতে থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জানান, আমবাসা বাজার সেরে একদল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বোলেরো গাড়িতে করে তেলিয়ামুড়ার দিকে ফিরছিলেন। শালবাগান এলাকায় পৌঁছার ঠিক আগমুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার লরি, যা গুহাটির দিকে যাচ্ছিল, সেটির সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাত্রীরা হালকা আঘাত পান। তবে সৌভাগ্যক্রমে, এ দুর্ঘটনায় কেউ গুরুতর আহত হননি। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। তাঁরা উভয় গাড়িকে আটক করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে রাস্তার বাঁক ও গাড়ির গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষকে আরও সতর্কভাবে পাহাড়ি রাস্তা ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারতে চরম দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুন।। ভারতে চরম দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে এক বড়সড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের অবস্থা থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৭.১ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ সালে নেমে এসেছে মাত্র ৫.৩ শতাংশে।

২০১১-১২ সালে দেশে প্রায় ৩৪ কোটি ৪৪ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। ২০২২-২৩ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৫২ লাখ-এর কাছাকাছি।

এনডিএ সরকারের বিগত ১১ বছরের শাসনকালে চালু হওয়া বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন — প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন যোজনা, এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প — এই সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যগুলোতে। ২০১১-১২ সালে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা মানুষের ৬৫ শতাংশই এই পাঁচটি রাজ্যে ছিলেন।

বিশ্ব ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী, দৈনিক তিন মার্কিন ডলারের কম আয় যাদের, তারা চরম দারিদ্র্যের আওতায় পড়েন। গত এক দশকে ভারতের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে এই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ১৮.৪ শতাংশ থেকে কমে ২.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১০.৭ শতাংশ থেকে কমে মাত্র ১.১ শতাংশ হয়েছে।

শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনমান অনুযায়ীও দারিদ্র্যের হার কমেছে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ২০০৫-০৬ সালের ৫৩.৮ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ সালে ১৫.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৮ জুন, ২০২৫ ইং
২৪ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্যাকেটজাত জলে বাড়ছে ঝুঁকি

সাধারণত বলা হয় জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু সব জলই জীবন নয়। অপরিশ্রুত জল পান করিলে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হইয়া দুর্ভোগ পোহাইতে হইতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই জল পান করিবার সময় এই বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকিতে হইবে। আজকাল রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই এমনকি সারা দেশেই প্যাকেট বন্দি জল অনেকেই পছন্দ করেন। অনেকে আবার প্যাকেট বন্দি জল মর্যাদা পূর্ণ বলিয়া বাড়ি করে পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া অধিক মুনাফা লাভের জন্য একাংশের ব্যবসায়ী অপরিশ্রুত জল বোতলবন্দি করিয়া বাজারজাত করিতেছে। আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে গোরিয়া উঠিতেছে এইসব অবৈধ কোম্পানিগুলি। এসব জল কোম্পানির গুলির কার্যকলাপ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করিবার তেমন কোন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাইতেছে না। এর দায় কিন্তু সরকার এবং প্রশাসনও অস্বীকার করিতে পারিবে না।
প্যাকেটবন্দি খাবার পছন্দ করেন অনেকেই। তাঁহাদের ধারণা, প্যাকেটে মোড়া নানা স্বাদের খাবারদাবার শুধু মুখরোচক নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। ব্যাপারটা যে তাহা নয়, সেটা বারবার জানাইয়াছেন পুষ্টিবিদরা। তাঁহারা সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'স্বাস্থ্যকর' তকমা দেওয়া বহু প্যাকেটবন্দি খাবারদাবারই আসলে বেশ অস্বাস্থ্যকর।এবার বোতলবন্দি নানা ব্র্যান্ডের জল ও মিনারেল ওয়াটার নিয়েও বেসুরো গাইলেন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষ। মোড়কবন্দি পানীয় জল এবং খনিজসমৃদ্ধ পানীয় জলকে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ খাবার' এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। সংস্থা এও জানাইয়াছে, এবার থেকে ওইসব পণ্যের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিট করা হইবে।
গত অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেটবন্দি জল উৎপাদনে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস এর সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক নয় বলিয়া ঘোষণা করে। এরপর নতুন নিয়ম চালু করিয়া এফএসএসএআই। তাহাতে বলা হয়, ওই পণ্যগুলির লাইসেন্স পাওয়ার আগে নির্মাতা এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিদর্শন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে নতুন নিয়মে আরও বলা হইয়াছে, প্যাকেজড জলের নির্মাতা ও ব্যবসায়ীরা বছরে অন্তত একবার কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থার অনুমোদিত তৃতীয়পক্ষের সংস্থার মাধ্যমে অডিট করাইতে বাধ্য থাকিবেন। আগে দ্বৈত সার্টিফিকেশন (বিআইএস এবং এফএসএসএআই) বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সেটা খরচ বাড়ায় এবং প্রশাসনিক জটিলতা বাড়াইত। সেই কারণে পুরোনো নিয়ম শিথিল করা হইয়াছে।
এফএসএসএআই-এর মতে, যেসব খাদ্যপণ্যের নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিট প্রয়োজন, সেগুলিকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাবার'-এর পর্যায়ে ফেলা যায়। এই তালিকায় রহিয়াছে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, মাংস, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, শুঁটকি ও তারামাছ, ডিম ও ডিমজাত পণ্য, বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য, মিষ্টি ইত্যাদি।কেন্দ্রীয় সংস্থার এহেন পদক্ষেপ আমনাগরিকের কাছে নিরাপদ ও গুণমানে সমৃদ্ধ পানীয় জল পৌঁছোইতে সাহায্য করিবে শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে প্যাকেজড জলশিল্পেও স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা আরও বাড়িবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

সবাই শপথ করি প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী গড়ি

ড.হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর ৫ জুন তারিখে পালিত হয়। এটি পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক দিবস, যা আমাদের গ্রহকে রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশ্বজুড়ে মানুষকে একত্রিত করে।
ইতিহাস: ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলনের (United Nations Conference on the Human Environment) প্রথম দিন ৫ জুনকে জাতিসংঘ "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম ছিল 'Only One Earth' (শুধু একটি পৃথিবী)। প্রতি বছর দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়, যা পরিবেশের নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের দিকে আলোকপাত করে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করার প্রধান কারণগুলো হলো:
পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: বিশ্বজুড়ে দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস, মরুকরণ ইত্যাদির মতো গুরুতর পরিবেশগত সমস্যাগুলো দিন দিন বাড়ছে। এই দিবস পালনের মাধ্যমে মানুষকে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং এর ভয়াবহতা বোঝানো হয়। পরিবেশ সুরক্ষায় উৎসাহিত করা: দিবসটি মানুষকে পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করে। যেমন - গাছ লাগানো, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, টেকসই জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করা ইত্যাদি। জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলন স্মরণ: ১৯৭২ সালের ৫ জুন সুইডেনের স্টকহোমে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment) শুরু হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে। নীতি নির্ধারকদের উপর চাপ সৃষ্টি: এই দিবস বিভিন্ন দেশের সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকদের উপর পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা: আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করতে পরিবেশ রক্ষা অপরিহার্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে একত্রিত করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং একটি সুস্থ ও সবুজ পৃথিবী গড়ার জন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করা। এবছরের (২০২৫ সালের) বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হলো 'প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করা' বা 'Ending plastic pollution' এই বছর দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বৈশ্বিক উদযাপনের আয়োজক দেশ। প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশকে বহুভাবে দূষিত করছে। এর প্রধান কারণ হলো প্লাস্টিকের অপচনশীলতা এবং এর ব্যাপক ব্যবহার। নিচে এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো: অপচনশীলতা: প্লাস্টিক প্রাকৃতিকভাবে পচে না। এটি পরিবেশে ৫০০ থেকে ১০০০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে। এর ফলে, একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্য মাটির নিচে চাপা পড়লে বা যেখানেই থাকুক না কেন, তা দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশের অংশ হয়ে থাকে। মাটি দূষণ: প্লাস্টিক বর্জ্য মাটিতে মিশে মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে। প্লাস্টিক কণা মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয় এবং উপকারী জীবাণু ও কীটপতঙ্গের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। ক্লোরিনযুক্ত প্লাস্টিক মাটির আশেপাশের রাসায়নিক পদার্থ ছেড়ে দেয়, যা পরে ভূগর্ভস্থ জল বা অন্যান্য জলের উতগুলিতে এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে। জল দূষণ: প্লাস্টিক একটি মারাত্মক পানিদূষক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাসাগর দূষক। নদ-নদী, হ্রদ এবং সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয়। এটি সামুদ্রিক ও জলজ প্রাণীদের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। মাছ, কচ্ছপ, পাখি এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী প্লাস্টিককে খাবার ভেবে খেয়ে ফেলে, যার ফলে তাদের পরিপাকতন্ত্রে সমস্যা হয়, শ্বাসরোধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয়। এই দূষিত জলজ প্রাণী যখন মানুষ গ্রহণ করে, তখন তা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। বায়ু দূষণ: প্লাস্টিক পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যা মারাত্মক বায়ুদূষক। এই গ্যাস শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত সমস্যা সহ বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। প্লাস্টিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও প্রচুর পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বন্যপ্রাণীর উপর প্রভাব: প্লাস্টিক বর্জ্য বন্যপ্রাণীর জীবনচক্রকে ব্যাহত করে। প্লাস্টিকের ছোট কণা, যা মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত, খাদ্যচক্রের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বন্যপ্রাণীদের শরীরে প্রবেশ করে। অনেক প্রাণী প্লাস্টিকের জালে জড়িয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা মারা যায়। জলাবদ্ধতা: পলিথিন ও অন্যান্য প্লাস্টিক বর্জ্য ড্রেন, নালা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে আটকে দেয়। এর ফলে বৃষ্টির পর জল জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যা বিভিন্ন রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।
মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানোপ্লাস্টিক: প্লাস্টিক যখন পরিবেশে ভেঙে যায়, তখন তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, যাকে মাইক্রোপ্লাস্টিক (৫ মিমি থেকে ছোট) এবং ন্যানোপ্লাস্টিক (১০০ ন্যানোমিটার থেকে ছোট) বলা হয়। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো মাটি, জল, এমনকি বাতাসের সাথে মিশে যায় এবং খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, যা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
প্লাস্টিক আমাদের মাটি, জল, এবং বায়ু দূষণ ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এটি মানবস্বাস্থ্য এবং বন্যপ্রাণীর জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটাতে পারে। প্লাস্টিক দূষণ একটি গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় তুলে ধরা হলো: ১. প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো (Reduce): একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পরিহার করুন: প্লাস্টিকের ব্যাগ, স্ট্র, কাপ, প্লেট, চামচ, জলের বোতল ইত্যাদি ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে দিন। * পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বিকল্প ব্যবহার করুন: * বাজার করার জন্য কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করুন। * প্লাস্টিকের বোতলের পরিবর্তে কাঁচ বা স্টিলের জলের বোতল ব্যবহার করুন। * প্লাস্টিকের চিরুনির বদলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন। * প্লাস্টিকের টিফিন বক্সের বদলে স্টিলের টিফিন বক্স ব্যবহার করুন।
* প্লাস্টিকের খেলনার বদলে কাঠ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি খেলনা বেছে নিন।
* প্যাকেজিংবিহীন পণ্য কিনুন: এমন পণ্য কিনুন যাতে প্লাস্টিকের প্যাকেজিং কম বা নেই। মাইক্রোপ্লাস্টিকযুক্ত পণ্য এড়িয়ে চলুন: কিছু প্রসাধনী পণ্য (যেমন স্ক্রাব) এবং পরিষ্কারের সামগ্রীতে মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকতে পারে। এগুলি ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন। ২. প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার (Reuse & Recycle): * প্লাস্টিকের জিনিস বারবার ব্যবহার করুন: যে প্লাস্টিকের জিনিসগুলো একবার ব্যবহারযোগ্য নয়, সেগুলোকে যতটা সম্ভব বারবার ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। যেমন, প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার সংরক্ষণ করা। * সঠিকভাবে রিসাইকেল করুন: আপনার এলাকার রিসাইক্লিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানুন এবং কোন ধরনের প্লাস্টিক রিসাইকেল করা যায় তা জেনে সেই অনুযায়ী বর্জ্য আলাদা করুন। অনেক সময় নির্দিষ্ট ধরণের প্লাস্টিক (যেমন প্লাস্টিকের ব্যাগ বা মোড়ক) বাড়ির রিসাইক্লিং বিনে রাখা যায় না, সেক্ষেত্রে স্থানীয় সুপারস্টোর বা নির্দিষ্ট স্থানে এগুলো রিসাইকেলের ব্যবস্থা থাকতে পারে। * পুরানো প্লাস্টিকের জিনিস দান করুন বা বিক্রি করুন: ভালো অবস্থায় থাকা প্লাস্টিকের জিনিস ফেলে না দিয়ে দান করুন বা বিক্রি করে দিন, যাতে অন্য কেউ সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। * প্লাস্টিক থেকে তৈরি আসবাবপত্র বা অন্যান্য পণ্য ব্যবহার করুন: কিছু উদ্যোক্তা প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে নতুন পণ্য তৈরি করছেন। তাদের পণ্য ব্যবহার করে প্লাস্টিক দূষণ কমাতে সাহায্য করতে পারেন। ৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা: * সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিন: সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (যেমন রিসাইক্লিং সুবিধা এবং কম্পোস্টিং প্রোগ্রাম) বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করুন। * গণসচেতনতা বৃদ্ধি: প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করুন এবং সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার চালানো যেতে পারে। আইনের কঠোর প্রয়োগ: প্লাস্টিকের অবৈধ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং ব্যবহার রোধে বিদ্যমান আইনগুলোর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর 'দূষণ কর' আরোপ করা যেতে পারে। ৪. বিকল্প সামগ্রীর ব্যবহার: * পরিবেশবান্ধব বিকল্প বেছে নেওয়া: প্লাস্টিকের পরিবর্তে পাট, বাঁশ, বেত, কাঁচ, মাটি, সুপারি পাতার প্লেট-বাটি, ভুট্টার গুঁড়া থেকে তৈরি বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ান। ৫.পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান:
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিন: আপনার স্থানীয় সমুদ্র সৈকত, নদী বা জলাশয় পরিষ্কার করার উদ্যোগে অংশ নিন বা নিজে এমন অভিযান পরিচালনা করুন। প্লাস্টিক দূষণ একটি বৈশ্বিক সমস্যা, এবং এর সমাধানের জন্য ব্যক্তি, সরকার, শিল্প এবং সমাজের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 'রিডিউস, রিইউজ, রিসাইক্লে' (Reduce– Reuse– Recycle) - এই ৩ আর(ট্রি) নীতি অনুসরণ করে আমরা প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

উত্তর সিকিমে আটকে পড়া চালককে এয়ারলিফটের প্রস্তুতি, বাকিদের সেনাবাহিনীর সহায়তায় উদ্ধার অভিযান শুরু

গ্যাংটক , ৭ জুন: উত্তর সিকিমে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও আটকে পড়া এক চালককে শীঘ্রই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এয়ারলিফট করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলার জেলা শাসক। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে অন্যান্য আটকে পড়া ব্যক্তিদেরও উদ্ধার করতে সহায়তা করার জন্য।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উচ্চ এলাকা থেকে আটকে পড়া চালককে আবহাওয়া অনুকূল হলে হেলিকপ্টারে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা চলছে।
সেনাবাহিনীর সহায়তায় যাঁরা অতটা জটিল অবস্থায় নেই, তাঁরা নিচে নামতে পারবেন সেনা যানবাহনের মাধ্যমে। তাদের জন্য পরিকল্পিত রুট হল জিমা, থানগু এবং ডংকালা — যা সেনা পরিবহনের জন্য নিরাপদ ও পরিচিত পথ হিসেবে বিবেচিত।
থানগু অঞ্চলে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের অনুরোধে সাড়া দিয়েছে এবং বিপদগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ স্থানে নামিয়ে আনার কাজে সহায়তা করছে।
গত কয়েকদিন ধরে উত্তর সিকিমে অব্যাহত বৃষ্টিপাত ও ঘন মেঘে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকায় হেলিকপ্টার চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং সড়কপথও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে।

কৃষিতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ১১ বছরে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : গত এক দশকে ভারতের কৃষিখাত এক নীরব বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছে। এই বিপ্লবের পেছনে 'বীজ থেকে বাজার' পর্যন্ত পৌঁছনোর দৃষ্টিভঙ্গির বড় ভূমিকা রয়েছে। কৃষি খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ছিল ২৮ হাজার কোটি টাকা, তা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকায়অর্থাৎ প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি।
প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম-কিষান) যোজনা'র অধীনে ১১ কোটি কৃষকের কাছে সরাসরি পৌঁছে গেছে ৩.৭০ লাখ কোটি টাকারও বেশি অর্থ। এতে কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিষান ক্রেডিট কার্ড যোজনার মাধ্যমে ১০ লাখ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, এবং প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার অধীনে প্রায় ২০ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই যোজনায় ১.৭৫ লাখ কোটি টাকার ফসল বিমা দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি, গম, ধান, ডাল ও তৈলবীজের মতো প্রধান ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বড়সড় বৃদ্ধি হয়েছে।
পিএম-কুসুম (সোলার পাম্প প্রকল্প) এবং প্রাকৃতিক কৃষি মিশনের মতো উদ্যোগগুলি কৃষিতে টেকসইতা ও পরিবেশবান্ধব চর্চাকে উৎসাহিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা এবং মাটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ সুবিধা ও মাটির উৎপাদনশীলতায় উন্নতি ঘটেছে। কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সজ্জিত করা হয়েছে।
দুগ্ধ উৎপাদনে গত এক দশকে ৬৩ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলে ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে ৮ কোটিরও বেশি দুগ্ধচাষী উপকৃত হয়েছেন।মৎস্য উৎপাদনেও গত ১০ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, যা উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও গ্রামীণ জীবিকার উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে।

জলসঞ্চয় করুক ভারত, বাংলা রাস্তা দেখাবে

রানা ঘোষদস্তিদার

সম্প্রতি পহেলগামে ঘটে যাওয়া উগ্রপন্থী আক্রমণের বদলায় অপারেশন সিঁদুর ও সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত ভারত-পাক যুদ্ধের যেমন কাটা-ছেঁড়াই হোক না কেন, ভারত এক বিষয়ে উল্লেখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে যে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল কারুর মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কথা হচ্ছে উনিশশো যাটে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে। আমরা বোধহয় জানি যে, - চুক্তি অনুযায়ী সপ্তসিন্ধুর পুবদিকে প্রবাহিত তিনটি (ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু) নদীর জলের পূর্ণ ভাগ পাওয়ার কথা ছিল ভারতের, বাকি সিন্ধুনদ সমেত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত তিনটির (সিন্ধু, - চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা) জল বিনা বাধায় পাকিস্তানে যাওয়ার কথা। এর ফলে, সামগ্রিক ভাবে সিন্ধুর তিরিশ শতাংশ জলে ভারতের অধিকার স্থাপিত হয়, সত্তর শতাংশ পেয়ে যায় পাকিস্তান। দশ বছর পর চুক্তি খতিয়ে দেখার কথা থাকলেও, বাস্তবে কিছুই হয়নি। অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর ঝামেলা লেগেই থাকত এই জলের ভাগ নিয়ে। উনিশ শো যাটে সিন্ধুর জলসম্পদের সত্তর শতাংশে নিরংকুশ অধিকার পেয়ে পাকিস্তান সিন্ধুজলের সেচব্যবস্থা বহুদূর অব্দি বিস্তারিত করে ফেলে বাসমতী চাল, তুলো বা দুধজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম সারিতে পৌঁছে যায়। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত পশ্চিমে প্রবাহিত নদীগুলির উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বা সেচপ্রকল্প তৈরি করবার চেষ্টা করে চলেছে এবং, পাকিস্তান তাতে আপত্তি জানিয়ে আসছে। এবার, ভারত চুক্তি বাতিল করেছে, এবং, দীর্ঘ বার্তালাপের পর যদি রফা হয়ও, বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ বা বহুদূর এগিয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লির মধ্যে যমুনার জল নিয়ে বাদানুবাদ লেগেই আছে। ভারতের শস্যগোলা উত্তর ভারতের কৃষির সামনে এক বড় বিপদ উপস্থিত, নিরন্তর ভূজলস্তর নেমে যাচ্ছে। এখন, ভারত যদি সপ্তসিন্ধুর পশ্চিমের নদীগুলিতে প্রবহমান জলের এক বড় অংশ পুব মুখে বা দক্ষিণে ঘুরিয়ে নিতে পারে, তাহলে জম্মু থেকে শুরু করে উত্তর রাজস্থান হয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লির জলচাহিদা অনেকটাই মিটে যাওয়ার কথা। কৃষি, শিল্প বা গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় জল ছাড়াও, অঢেল জলবিদ্যুৎ বা মৎস্য উৎপাদন, নৌ চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি লাভ অনুমান করার জন্য পুরস্কার না রাখলেও চলবে। আর, পাকিস্তানের জন্য যে এই জলবিয়োগ কতবড় লোকসানের সওদা হয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল আজকের সভ্যতায় জলের প্রয়োজন কীরকম, তা বোঝাতে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে জলের জন্য বাধবে, এখনো অব্দি ধারণা তাই। জল, বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানীয় জল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক অমূল্য সম্পদ। ভারতের জন্য তো বটেই। ধরুন না, বিশ্বের স্থলভূমির মাত্র দুই শতাংশ হল ভারত। তার কাছে আছে বিশ্বের সুপেয় জলের মাত্র চার শতাংশ। অথচ, ভারতের জনসংখ্যা হল বিশ্বের জনসংখ্যার ষোল শতাংশ। তাহলে, মাথাপিছু জলের লভ্যতার বিচারে ভারত নিতান্ত দরিদ্র দেশ কি না? মানলেন? তাহলে, বলুন দেখি, এমন জলদরিদ্র দেশের কি দেদার জলসম্পদ বিলি করা উচিত, না যথাসম্ভব সঞ্চয় করা উচিত? না, না, সিন্ধু বা গঙ্গা কোন জলচুক্তির কথা হচ্ছে না। জল খরচের আরো ব্যাপক রাস্তা আছে। ধরুন, জল সবচেয়ে বেশি কীসে ব্যয়িত হয় প্রশ্নের জবাব কী দেবেন। কৃষিতে, তাই তো? ঠিক। সত্তর শতাংশ জল ব্যয়িত হয় কৃষিতে। তারপর শিল্প ও গৃহস্থালীতে। এখন, কৃষির মধ্যেও রকমফের আছে। জানেনই তো, জোয়ার বাজরা চাষে জল লাগে খুব কম। পক্ষান্তরে ধান-গম-তুলো এসবে জল লাগে প্রচুর। বিদর্ভের চিরাচরিত জোয়ার আর অড়হর চাষ ছেড়ে তুলো আর আখ চাষ শুরু হতেই বিপত্তি শুরু, আপনারা জানেনই। খোদ পাঞ্জাবে স্লোগান উঠে গেছে, ঝোনা (ধান) হঠাও, খেতি বঁচাও। কেন? প্রতি কেজি চাল উৎপাদন করতে ব্যয় হয় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার লিটার জল। গমের বেলায় একটু কম। এক কেজি গম উৎপাদন করতে চাই নয়শো থেকে দুহাজার লিটার জল! এক লিটার বোতলজাত জল কত টাকা দিয়ে কেনেন হিসাব করবেন দয়া করে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এক লিটার দুধ উৎপাদন করতে অন্যূন ছয়শো ত্রিশ লিটার জল লাগে। মাংস উৎপাদনে প্রয়োজন অনেক বেশি জল। এক কেজি গোমাংস উৎপাদনে ব্যয় হয় প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার লিটার জল। এই বোধ আসার জন্যই প্রাচীন ভারত নিরামিষ ভক্ষণের দিকে ঝুঁকেছিল কিনা কে জানে। বর্তমানে কোন দেশের বাণিজ্য পণ্যাদি খতিয়ে দেখে ভার্চুয়াল ওয়াটার ট্রেড হিসাব করা হয়। মানে, ধরুন, কোন দেশ যেসব ফসল, বস্ত্র, শিল্পজ পণ্য রপ্তানি করল, তাতে লুকিয়ে থাকা ব্যয়িত জলের হিসাব করে তার সঙ্গে তুলনা করা হল আমদানিকৃত তাবৎ পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত আপাত লুক্কায়িত জলের পরিমাণকে। যদি দেখা যায় দেশটি রপ্তানি করছে মোট যে পরিমাণ জল, আমদানি করছে তার চেয়ে বেশি, তাহলে ধরা হবে দেশটি হল ভার্চুয়াল ওয়াটার ইম্পোর্টার। এর ফলে, ক্রমশ দেশটি জলসম্পদে ধনী হতে থাকবে। আর, উলটো হলে, দেশটি হল ভার্চুয়াল ওয়াটার এক্সপোর্টার। এভাবে চললে, অচিরেই, দেশটির জলসম্পদ কমে গিয়ে জলাভাব দেখা দেবে। দুঃখের কথা, ভারত এই দ্বিতীয় রাস্তায় চলেছে। ভারত বিশ্বের পয়লা নম্বর চাল রপ্তানিকারী হয়ে উঠে প্রতি বছর প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রায় আঠারো বিলিয়ন ঘন মিটার জল রপ্তানি করে চলেছে। এর সাথে যোগ হবে গম বা মহিষের মাংস রপ্তানিতে পরোক্ষভাবে জল রপ্তানির হিসাব। অন্যদিকে, ভারত পাইকারী হারে আমদানি করে চলেছে ভোজ্য তেল বা ডাল, যার উৎপাদনে সবচেয়ে কম জল ব্যয়িত হয়। বোরো ধান চাষে নিরন্তর খেত প্লাবিত করে রাখতে অন্তত পনেরোশো মিলিমিটার জল ব্যয় হয় পুরো খেত জুড়ে। সর্ষে বা মুসুর, মুগ ডাল চাষে জলব্যয় তার এক দশমাংশ। এবার, ধান চাষ না করে তেল বা ডাল উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি করে সেই পয়সায় চাল আমদানি করলে নয় দশমাংশ জল ব্যয় না করে ভূগর্ভেসঞ্চিত রাখা যেত কি না? বলে রাখা ভালো। ফি বছর ভারত যে ভূগর্ভের জল পাম্প করে তুলে এই চাষবাসে খরচ করে যাচ্ছে এ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রাপ্য সম্পদ, যা আমরা বেহিসেবীর মত উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। মানবেন।
ভারতের জল পরিস্থিতি যে ভয়াবহ পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে তার একটা নমুনা এবছর সারা ভারতের জলাধারগুলির অবস্থা থেকে বোঝা গেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতে জলসঞ্চয়ের জন্য নানা অঞ্চলে যে বড় জলাধারগুলি তৈরি হয়েছে, যথা বিভিন্ন ড্যামের জলাধারগুলি, তাতে সঞ্চিত জলের পরিমাণ নিরন্তর মেপে দেখা হয়, জলপরিস্থিতি বোঝার জন্য। গতবারের বর্ষা তেমন ভালো হয়নি, পক্ষান্তরে কৃষির উপর জোর বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জলাধারগুলির জল ক্রমশ সেচের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও বাষ্পীভবন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় জলাধারে জল কমতে থাকে। এবছর প্রায় সব অঞ্চলের জলাধারেই জলের সঞ্চয় জলধারণ ক্ষমতার কুড়ি শতাংশের আশেপাশে নেমে গেছিল। বর্ষা আসতে দেরি করলে হাহাকার শুরু হয়ে যেত। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বর্ষা সময়েই আসছে এবং, সুবর্ষা আসার অনুমান। তাতে হয়তো এবছরের পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া যাবে, কিন্তু, সবসময় তো আর ভাগ্যের ভরসায় থাকা যায় না। পাকা সমাধান চাই। এজন্য, একদিকে জল খরচের ব্যাপারটিতে রাশ পরাতে হবে। যেমন, শুধু যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ধান, গম ফলানো। জল ভর্তুকি দিয়ে দেশের সেরা কৃষিজমিতে রপ্তানির জন্য ধান, গম ইত্যাদি ফসল ফলানো এড়ানো। তার বদলে এমন ফসলের চাষ বাড়াতে হবে, ভারতে যার ফলন অপ্রতুল, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানি করতে হয়, যথা ভোজ্য তেল ও নানাবিধ ডালশস্য। বলাবাহুল্য, এই ফসলগুলি অনেক বেশি পরিবেশবান্ধবও। জল বাঁচানো ছাড়া, ডালশস্য জমিতে নাইট্রোজেন যোগ করে আমরা জানি। দুই, কৃষিপদ্ধতিতে জল বাঁচানোর উপায় ধরতে হবে। যদি ফোয়ারা অর্থাৎ স্প্রিংকলার বা ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি চালু করা যায়, তাহলে একদিকে যেমন প্রতিবার চাষের আগে জমি তৈরি, সমতল করার কাজে প্রচুর শ্রম, অর্থ ও ডিজেল ব্যয় কমানো যায়, অন্যদিকে, অনেক কম জলে চাষ করা যায়। আরেক উপায় হল কম দিনের জাতি বিকাশ ও চাষ করা। ধরুন, এমন ভ্যারাইটি বিকশিত হল যা স্বচ্ছন্দে বর্তমান বোরো ধানের ফলন দিল অথচ, পেকে গেল দিন পঁচিশ আগে। তাহলে, অন্যূন তিনটি জলসেচ এড়ানো গেল তো! অন্যদিকে, দেশে জলসঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে, বাষ্পীভবন ইত্যাদি কমিয়ে জলধারণ বাড়াতেও হবে। আরো অনেক বেশি জলাশয় চাই। জনপদ প্লাবিত করে তেহরি ড্যামের মত কিছু চাই না। কিন্তু, যেখানে প্রকৃতির উপর উৎপাত না করে সম্ভব, সেখানে অবশ্যই স্বাভাবিক জলাবেগকে ধরে রেখে জলসঞ্চয় বাড়ানো উচিত। কয়েকটি উদাহরণ দিই। গঙ্গা বা যমুনার দূষণ এক বিরাট বড় জাতীয় সমস্যা। এর বড় কারণ, নদীগুলির তীরবর্তী শহরগুলির শিল্পজ বা গৃহস্থালী থেকে নির্গত দূষিত বর্জ্য জল কোনরকম পরিশোধন ছাড়াই ঢেলে দেওয়া হয় অভাগা নদীগুলির বুকে। এই দূষিত বর্জ্য জল যদি প্রাথমিক ভাবে পরিশোধন করে নদীতে না ফেলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় শহরগুলির কাছাকাছি নীচু এলাকায়, পরিত্যক্ত ইটভাটা, হেজেমজে যাওয়া বিল, পুকুর বা খনিতে, এবং, বিশেষ গাছ ও জৈব উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তাহলে, এই জলই অনেকাংশে পরিশোধিত হয়ে মৎস্য চাষ, কৃষি থেকে শুরু করে ইন্ধন উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। কচুরীপানা দুষিত জল থেকে ক্ষতিকারক ভারী ধাতু বা অন্য দূষণকণা পরিশোধন করতে পারে, আমরা নিশ্চয়ই জানি। এও জানি যে বর্তমানে কচুরীপানা থেকে নানা পণ্য উৎপাদন সম্ভব, বিশেষ করে বায়ো-সিএনজি। আবার, দূষিত জল থেকে সরাসরি গ্রীন হাইড্রোজেনের মত ইন্ধন উৎপাদনও সম্ভব এবং অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তির মত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখার জন্য এর ব্যবহার হবেই। এই অধম ভেবেই পায় না, দিল্লির পশ্চিমে, দক্ষিণে আরাবল্লীর খাঁজে খাঁজে, পরিত্যক্ত পাথুরে খাদানগুলিতে বর্ষায় যমুনার দুকূল ছাপানো বন্যার জলের এক অংশ কেন পাইপলাইনে করে নিয়ে গিয়ে সঞ্চয় করা হয় না। তাহলে কি অন্য সময়ে জলের চাহিদা সামাল দেওয়া ট্যাঙ্কার বেওসায় ক্ষতি হয়ে যাবে? কী জানি। যা আমাদের মত নন-হার্ভার্ড লোকের মাথায় ঘোরে, তা হয়তো বড় বড় কর্ণধারদের কর্ণে পৌঁছয় না। এখন, দেশজুড়ে এই যে জলসঞ্চয়ের পরিকল্পনা, তাতে বাংলা অনায়াসে নেতৃত্ব দিতে পারে। ধরুন, রাণিগঞ্জ এলাকায় পরিত্যক্ত কয়লাখনি বা কয়লা শেষ হয়ে আসা খনিগুলি থেকে ওপেন কাস্ট মাইনিং করে কয়লা চেছেপুঁছে তুলে নিয়ে সেখানে পাইপলাইনে করে নিয়ে যাওয়া হল অধিক বর্ষায় ডিভিসির উপচে যাওয়া জলাধার থেকে। জমি অধিগ্রহণ করতে হলে হোক। কারণ, জলসঞ্চয় লাভের ব্যবসা। কীরকম? জলাশয় মানে মৎস্যচাষ, পর্যটন ইত্যাদি ধরে নিন। এবার তার সাথে যোগ দিন সৌরশক্তি উৎপাদনকে। জমির অপচয় এড়ানো গেল, সৌরশক্তি উৎপাদন হল। আবার, জলের উপর ভাসমান সোলার প্যানেলগুলি যে ভালো কাজ করে, তাও জানা যায়। আর, পুরুলিয়ার মত উঁচুনীচু অঞ্চলে এমন জলাধার তৈরি করতে পারলে তো পাম্পড ওয়াটার স্টোরেজ প্রকল্পের জন্য চমৎকার, যার প্রয়োজন বাড়ছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সঞ্চয়ের জন্য। এই ব্যাপারটি দক্ষিণবঙ্গে অনায়াসে করা যায় ইটভাটার ফলে সৃষ্ট গহ্বরে। দরকারে, সেগুলিকে সুগভীর করে খনিত মাটি ব্যবহার হোক নানা কাজে, গহ্বর ব্যবহৃত হোক জলাশয় হিসাবে। সৌরশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি তো আছেই। উত্তরবঙ্গের বৃষ্টিপাতের সামান্য অংশও ধরে রাখতে লাগবে সুবিশাল জলাশয়। সাধারণ চাষবাসের তুলনায় জলাশয়ে মাছচাষ বেশি লাভজনক এই বোধ আসাতেই কিন্তু একদা অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় বা হালে রাজস্থানে কোটা, মহাসামন্ড জেলায় পাইকারী হারে কৃষিজমিকে জলাশয়ে পরিণত করা হয়। তাতে, অবশ্যই, মাছের সাথে সাথে আলাদা লাভ হয়েছে, কৃষিতে জলসেচের সুবিধা। ভুজলস্তর বাড়াই তো প্রথম লাভ।
এই ধরনের পরিকল্পনা শুনলেই অবশ্য চায়ের কাপে তুফান তোলা অনেকে নানা উক্তি শুরু করে দেন। তবে, বিশ্বের এক সত্যিকারের অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে গেলে, প্রথমেই ভারতের যা লাগবে, তা হল জলসম্পদ। যাঁরা সংশয়ী, তাঁরা চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম সম্বন্ধে পড়ে দেখতে পারেন। মার্কিন মুলুকেও এমন ড্যাম নির্মিত হয়ে রুখা ওয়েস্টের চেহারা পালটে দিয়েছে তা বোধহয় জানা কথা। তবে, উত্তর আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছে যে পরিমাণ সুপেয় জলের ভাণ্ডার আছে তার কাছে ভারতের জলসম্পদ তুচ্ছ। গ্রেট লেকগুলি যথা সুপিরিয়র, মিশিগান, হরন, ইরি, অন্টারিওতে বিশ্বের প্রায় একুশ শতাংশ সুপেয় জল সঞ্চিত আছে এ তো জানেনই। আবার, রাশিয়ার কাছে আছে লেক বৈকাল, সেখানেও সমপরিমাণ সুপেয় জল সঞ্চিত আছে। আবার বলি, এরকম বিশালকায় কিছু করার দরকার নেই। ভারতের জন্য সঠিক হল ক্ষুদ্র কিন্তু অজস্র সম্পদ। সে, অনেক ব্যাপারেই সত্যি। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশিকে আটক করে।

পাকিস্তানের প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা ও ইউটিউবার নাসির ধিল্লো খালিস্তানি ও আইএসআই-এর গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িত, ভারতের পাঞ্জাবে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : পাকিস্তানের প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ইউটিউবার নাসির ধিল্লো-এর খালিস্তানি ও আইএসআই-এর সঙ্গে গভীর যোগসূত্র সামনে এসেছে। অভিযোগ, ধিল্লো তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতের পাঞ্জাবে খালিস্তানি এজেন্ডা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করছেন।

তথ্য অনুযায়ী, গুরু গ্রন্থ সাহিব-এর অবমাননা-সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাসির ধিল্লো বেশ কয়েকটি উসকানিমূলক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছেন। এই ভিডিওগুলোতে তিনি ভারতীয় শিখ সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে পাঞ্জাব পুলিশের সদস্যদের খোলাখুলি উসকানোর চেষ্টা করছেন।

এক ভিডিওতে ধিল্লো বলেছেন, 'এমন পোশাক (পুলিশের ইউনিফর্ম) পরে লাভ কী, যদি জাতিকে ন্যায়বিচার না মেলে? এই পোশাক খুলে ফেলো এবং অবমাননার বদলা নাও। যতক্ষণ রক্ত না ঝরবে, ততক্ষণ আমাদের জাতির ভাগ্য বদলাবে না।'

অভিযোগ, এই সমস্ত ভিডিও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর নির্দেশে তৈরি করা হয়েছে। আইএসআই ও খালিস্তানপন্থী গোষ্ঠী-র যোগসূত্র আগে থেকেই প্রকাশ্যে রয়েছে। নাসির ধিল্লো-র উদ্দেশ্য পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে সেখানে খালিস্তানি নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা।

ধিল্লো আরও দাবি করেছেন যে, তিনি পাকিস্তানের শিখদের ভারতের শিখদের ভাই বলে মনে করেন এবং তাদের পূর্ণ সমর্থন করেন। এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে শিখ পুলিশ সদস্যদের হিংসার পথে ঠেলে দিতে একটি ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলে মনে করা হচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, পুরো এজেন্ডা খালিস্তানি শক্তি এবং আইএসআই-এর মদতে চলছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নাসির ধিল্লো-র মূল লক্ষ্য ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে খালিস্তানি নেটওয়ার্ককে মজবুত করা। এটি পাকিস্তানের পুরনো কৌশল, যার মাধ্যমে তারা বারবার ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা চালায়।

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এবং সাইবার সেল ইতিমধ্যেই ভিডিওগুলির তদন্ত শুরু করেছে। এমনও মনে করা হচ্ছে যে, নাসির ধিল্লো-র বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলা হতে পারে। এই ধরনের ভিডিও ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বড় ধরনের হুমকি বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, জাসবীর সিং এবং জ্যোতি মালহোত্রার মতো ইউটিউবারদের আইএসআই-এর সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজ করতেন নাসির ধিল্লো। এ কারণে গোয়েন্দা তদন্তে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রের কড়ি বলে ধরা হচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, আইএসআই কর্মকর্তা দানিশ সোহেল, পাকিস্তানের দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা ওমর শহরয়ার, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার নাসির ধিল্লো এবং লাহোরে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল ব্যবসার আড়ালে কাজ করা আইএসআই এজেন্ট নওশাবা এরা সবাই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করছিলেন।

দাবি করা হচ্ছে, এই চক্রটি ভারতীয় নাগরিক জাসবীর এবং জ্যোতি-কে সরাসরি আইএসআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের ভারতের বিরুদ্ধে খালিস্তানি এজেন্ডা ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

এই চক্রের চক্রান্ত উন্মোচিত হওয়ার পর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা আরও বেশি সতর্ক হয়েছে। এর পেছনে পাকিস্তানের পুরনো হীন পরিকল্পনা ও আইএসআই-এর প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলেই গোয়েন্দাদের ধারণা। নাসির ধিল্লো-র বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে ভারত।

"সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের তুলনা নয়" ফের পাকিস্তানকে একহাত নিলেন এস. জয়শঙ্কর, ব্রিটেনকে কেন জানালেন ধন্যবাদ?

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : পহেলগাঁও হামলার পর ভারত পাকিস্তানকে কঠিন বার্তা দিয়েছিল। অপারেশন সিনদুর-এর মাধ্যমে একাধিক সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। এবার ফের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের কোনও দিনও এক পাল্লায় তোলা যাবে না।

তিনি বলেন, 'পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলাকারীদের সঙ্গে হামলার ভুক্তভোগীদের তুলনা ভারত কখনওই করবে না।' একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য ব্রিটেন সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

শুক্রবার, নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামি-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এস. জয়শঙ্কর। বৈঠকের পরে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের এক পাল্লায় তুলতে আমরা রাজি নই। ভারতের নীতিই হল, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। আমরা চাই আমাদের অংশীদাররাও এ বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুক।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা কখনও দুষ্ট কাজ করা অপরাধীদের ভুক্তভোগীদের সমকক্ষ বলে মনে করি না।'

প্রসঙ্গত, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামি ৭ জুন, শুক্রবার থেকে দুই দিনের সরকারি সফরে দিল্লিতে রয়েছেন। তাঁর সফরের মূল লক্ষ্য হল যুক্তরাজ্য-ভারত অর্থনৈতিক ও অভিবাসন অংশীদারিত্ব-এর মূল্যায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা।

বৈঠকের আগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেই প্রসঙ্গে এস. জয়শঙ্কর বলেন, 'আপনাকে আবার ভারতে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত গঠনমূলক বৈঠক করেছি। আপনার এই সফর আমাদের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব সব ক্ষেত্রেই মজবুত হয়েছে। এটি মূল্যায়নের এক ভাল সুযোগ।'

এর আগে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ মদত দেওয়ার বিরুদ্ধে রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে ভারতের একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাজ্যে গিয়েছিল। ওই প্রতিনিধি দল ৩১ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের থিঙ্ক ট্যাংক, সরকারি মন্ত্রী, ও ভারত-মিত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর প্রতিনিধি দল জানায়, 'সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অটুট প্রতিশ্রুতি রয়েছে।'

পহেলগাঁও হামলা-র পরে ভারতের অপারেশন সিনদুর যেমন কড়া বার্তা দিয়েছে, তেমনি পররাষ্ট্র স্তরেও ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এস. জয়শঙ্কর-এর বক্তব্য ফের পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় সতর্ক করল। পাশাপাশি যুক্তরাজ্য-কে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদও জানাল দিল্লি।

নকশালবিরোধী অভিযানে ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য জওয়ান ও আধিকারিকদের সংবর্ধনা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : সাম্প্রতিক নকশালবিরোধী অভিযানে অসাধারণ সাফল্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। আজ নয়াদিল্লিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি জানান, 'মোদী সরকার ভারতের মাটি থেকে নকশালবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে অমিত শাহ লেখেন 'সাম্প্রতিক নকশালবিরোধী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালাম। আমি সেই সাহসী জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অপেক্ষায় রয়েছি, যাঁদের সাহসিকতায় এই অপারেশন সফল হয়েছে। শীঘ্রই ছত্তিশগড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করব।'

এই অভিযানটি সংঘটিত হয় ১৮ মে থেকে ২১ মে, ২০২৫-এ ছত্তিশগড়ের অভ্যন্তরীণ অরণ্যাঞ্চল আবুজমাড়-এ। অভিযান চালান ছত্তিশগড় পুলিশ ও বিভিন্ন জেলার ডিআরজি ইউনিটনারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, কন্ডাগাঁও ও বিজাপুর জেলা মিলিতভাবে।

২১ মে তারিখে বোটার গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে সংঘটিত এনকাউন্টারে সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য বাসবরাজু ওরফে গগন্না-সহ মোট ২৭ জন নকশাল নিহত হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং গুলি উদ্ধার হয়।

এই সাফল্য উপলক্ষে আজ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ছত্তিশগড়ে সাম্প্রতিক নকশালবিরোধী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আধিকারিকদের সম্মানিত করেন। তিনি তাঁদের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন। সম্মানপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন ছত্তিশগড়ের পুলিশ মহাপরিদর্শক শ্রী অরুণ দেব গৌতম, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (নকশালবিরোধী অভিযান/এসআইবি/এসটিএফ) শ্রী বিবেকানন্দ, বাস্তার রেঞ্জের পুলিশ মহাপরিদর্শক শ্রী সুন্দররাজ, নারায়ণপুর জেলার পুলিশ সুপার শ্রী প্রভাত কুমার, বিজাপুর জেলার পুলিশ সুপার শ্রী জিতেন্দ্র যাদব এবং নকশালমুক্ত বাস্তার জেলার পুলিশ সুপার শ্রী শলভ সিং। তাঁদের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায় পরিচালিত এই অভিযানেই বিপজ্জনক মাওবাদী নেতাসহ ২৭ জন নকশাল নিহত হয়, যা দেশের নকশাল দমন ইতিহাসে এক বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিষ্ণু দেব সাই, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় কুমার শর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব শ্রী গোবিন্দ মোহন, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক শ্রী তপন ডেকা, সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মুসৌরিতে ভয়াবহ যানজটে আটকে মৃত্যু ৬২ বছরের পর্যটকের, চিকিৎসার আগেই নিভে গেল প্রাণ

মুসৌরি, ৭ জুন : মুসৌরির ভয়াবহ যানজটে আটকে চিকিৎসা পাওয়ার আগেই প্রাণ হারালেন এক ৬২ বছর বয়সী পর্যটক। দিল্লি থেকে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসা কমল কিশোর তান্ডন নামের ওই ব্যক্তি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কমল কিশোর তান্ডন গত ৫ জুন মুসৌরিতে আসেন এবং মোটিলাল নেহরু রোডে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন। হঠাৎ করে খারাপ আবহাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবার তাঁকে ল্যান্ডোর কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাঁর ভাগ্নে অর্জুন কাপুর জানান, তাঁরা প্রথমে ১০৮ নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকেন, কিন্তু জানানো হয় অ্যাম্বুল্যান্সটি দেরাদুন থেকে আসবে এবং তাতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরিবার নিজেরাই গাড়িতে করে হাসপাতালে রওনা দেয়। কিন্তু মুসৌরির সরু রাস্তাগুলি পর্যটকে ঠাসা থাকায় জ্যামে আটকে পড়ে তাঁদের গাড়ি। একের পর এক টেম্পো ট্রাভেলার ও অন্যান্য পর্যটকদের গাড়ি রাস্তায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে ছিল, ফলে গাড়ি এগোতে পারেনি।

ডার্ক প্যাটার্ন বন্ধে বড় পদক্ষেপ : ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিকে তিন মাসের মধ্যে স্ব-নিরীক্ষার নির্দেশ সিসিপিএ-র

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : কেন্দ্রীয় ভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিকে ডার্ক প্যাটার্নস চিহ্নিত ও নির্মূল করতে তিন মাসের মধ্যে স্ব-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাণিজ্যকে আরও স্বচ্ছ, ভোক্তা-বান্ধব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডার্ক প্যাটার্ন বলতে বোঝায় সেই ডিজাইন কৌশল, যা ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে, ভুল পথে পরিচালিত করে বা বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করতে বাধ্য করে। এর মধ্যে রয়েছে ফোর্সড অ্যাকশন, বাস্কেট স্নিকিং, সাবস্ক্রিপশন ট্র্যাপ, কনফার্মশেমিং, ন্যাগিং, ট্রিক ওয়ার্ডিং ইত্যাদি।

২০২৩ সালে সরকার ডার্ক প্যাটার্ন প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা জারি করে ১৩ ধরনের বিভ্রান্তিকর ডিজাইন কৌশলের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে।

সিসিপিএ সমস্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মকে বলেছে, তারা যেন স্ব-নিরীক্ষার পর একটি স্ব-ঘোষণা প্রকাশ করে, যাতে স্পষ্ট হয় যে তাদের প্ল্যাটফর্মে কোনো ডার্ক প্যাটার্ন নেই। এ ধরনের উদ্যোগ ডিজিটাল বাজারে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং ভোক্তাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

ডার্ক প্যাটার্ন চিহ্নিত ও নির্মূল করতে ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এক যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। এই গ্রুপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী ভোক্তা সংগঠন এবং জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের দায়িত্ব হলো ডার্ক প্যাটার্ন সনাক্ত করা, নিয়মিত তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রচার অভিযান চালানো।

উত্তর কোরিয়ায় বড়সড় ইন্টারনেট বিভ্রাট, সরকারি ও সংবাদ পরিষেবা বিপর্যস্ত

পিয়ংইয়ং, ৭ জুন : শনিবার উত্তর কোরিয়ায় ঘটে গেল এক বড়সড় ইন্টারনেট বিভ্রাট, যার ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে বন্ধ ছিল সরকারি ও সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইটগুলি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি বাইরের কোনো সাইবার হামলার ফল নয়, বরং অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যার কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকালে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিমান সংস্থা এয়ার কোরিও এবং দেশটির প্রধান সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইটগুলিতে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। দুপুর নাগাদ কিছু কিছু সাইট ধীরে ধীরে সচল হতে শুরু করে।

ইউকে-ভিত্তিক ইন্টারনেট পর্যবেক্ষক জুনেইড আলি জানান, উত্তর কোরিয়ার ইন্টারনেট অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় মনিটরিং সিস্টেম থেকে। এমনকি ইমেল পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়। তিনি বলেন, "এটি ইচ্ছাকৃত না দুর্ঘটনাজনিত তা বলা কঠিন, তবে এটা বাইরের আক্রমণের থেকে অভ্যন্তরীণ ত্রুটির সম্ভাবনাই বেশি।"ওয়াশিংটন-ভিত্তিক স্টিমসন সেন্টারে উত্তর কোরিয়ার প্রযুক্তি ও অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ মার্টিন উইলিয়ামসও এই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, "চীন ও রাশিয়ার সংযোগও কাজ করছিল না, তাই এটি সম্ভবত দেশীয় কোনো সমস্যার ফল।"

দক্ষিণ কোরিয়ার সাইবার টেরর রেসপন্স সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, তাঁরা কোনো মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়ার ইন্টারনেট ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ মানুষ কেবল সরকারের নিয়ন্ত্রিত ইনট্রানেট ব্যবহার করতে পারে, যা বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যই খোলা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অনুমোদিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, অতীতেও উত্তর কোরিয়ায় বড় ইন্টারনেট বিভ্রাট দেখা গিয়েছে, যার পেছনে সাইবার হামলার সন্দেহ উঠেছিল। দেশটির উচ্চমানের হ্যাকার দল রয়েছে যেমন 'লাজারাস গ্রুপ', যা গোয়েন্দা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে চলে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে হামলা চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। তবে উত্তর কোরিয়া সব সময় এই ধরনের হ্যাকিং, ক্রিপ্টো চুরি এবং সাইবার অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গাজা মানবিক সহায়তা ফাউন্ডেশনে ৫০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান বিবেচনায় আমেরিকা

ওয়াশিংটন/গাজা, ৭ জুন : গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে সহায়তা দিতে নতুন গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন-এ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে উঠেছে প্রশ্নসহায়তা বণ্টনে বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এবং ইজরায়েলের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাও।

দুই প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, এই তহবিল আসতে পারে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর বাজেট থেকে, যা বর্তমানে ধাপে ধাপে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে।যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জিএইচএফ কে অর্থায়নের ঘোষণা আসেনি, তবে এই উদ্যোগকে সামনে রেখেছেন ইউএসএআইডি-এর ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রশাসক কেন জ্যাকসন, যিনি এজেন্সির অনেক কর্মসূচি বন্ধ করার সঙ্গে যুক্ত। জানা যাচ্ছে, ইজরায়েল এই অনুদানের প্রস্তাবটি ১৮০ দিনের জন্য চেয়েছে।

গত সপ্তাহে চালু হওয়া এই জিএইচএফ ইতিমধ্যেই বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে জনসমাগম, বিশৃঙ্খলা এবং সহিংসতার কারণে দুইবার তাদের ত্রাণ বিতরণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। গাজার তিনটি কেন্দ্রে সহায়তা বিতরণ চালু করা হলেও গত দুই দিন ধরে শুধুমাত্র দুটি কেন্দ্র সচল রয়েছে।

গাজা হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১-৩ জুনের মধ্যে জিএইচএফ-র বিতরণ কেন্দ্রে অন্তত ৮০ জন নিহত এবং কয়েকশো মানুষ আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন, ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিতেই এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা দুটি দিনে সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ে এবং একদিন 'সন্দেহভাজন' ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলি চালানো হয়।জিএইচএফ-এর কারাক্রম পরিচালনা করছে একটি মার্কিন বেসরকারি নিরাপত্তা ও লজিস্টিক্স সংস্থা, যার সঙ্গে শিকাগো-ভিত্তিক একটি প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম, ম্যাকন্যালি ক্যাপিটালের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।জাতিসংঘ সহ বহু মানবিক সংস্থা জিএইচএফ-এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অনেকে বলছেন, এটি একটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ফাউন্ডেশন, যা মূলত বাইরের দর্শকদের কাছে ইমেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রশাসনের একাংশ চাইছেন, অভিজ্ঞ বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোকেও এই কার্যক্রমে যুক্ত করতে যা ইজরায়েলের বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে।

মার্কিন ও ইজরায়েলি সরকার জিএইচএফ-কে অর্থায়নের বিষয়টি অস্বীকার করলেও, তাঁরা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে এই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে কাজ করার জন্য চাপ দিয়ে চলেছেন। তাঁদের দাবি, পূর্ববর্তী জাতিসংঘ সহায়তা কাঠামো হামাসের হাতে পড়ে যায়যা হামাস অস্বীকার করেছে।

বর্তমানে গাজার প্রায় ২৩ লাখ মানুষের মধ্যে অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে, ১১ সপ্তাহের ইজরায়েলি অবরোধের পর ১৯ মে সীমিত ত্রাণ সরবরাহ

CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances the date of opening all works under PNIET No.06/EE/KD/2025-26, dated 16-05-2025 is postponed from 06-06-2025 at 4.00 P.M. to 11-06-2025 at 4.00 P.M.
All other condition shall remain unchanged.
ICA/C-907/25

(Er. U.R. Da's)
Executive Engineer
Kumarghat Division,
PWD (R&B) Kumarghat,
Unakoti Tripura

AUCTION NOTICE

In Pursuance of the order of Ld. Court in C/W Case No. PRC(SP) 89 of 2022, The Sub-Divisional Magistrate. Sonamura, Sepahijala Tripura invites applications in prescribed format by 09 /06/2025 between 11:00 AM to 4:00 PM in the office premises of SDM Office, Sonamura for auction sale of movable asset of Mukbul Miah @ Hossain, S/o Kasem All of Bejimara, PS- Sonamura, Dist- Sepahijala Tripura.
The application format would be provided from the SDM Office, Sonamura. The Terms & Conditions and detailed list of movable asset is shown below:-

Village with J.L No	Description of movable property	Number of articles	Year for which due	Interest	Process fee	Total amount due/Reserve price
1	2	3	4	5	6	7
TK: Khedabari **Mouja:** Aralia	**Scooty** TR03N 6523	01	-	-	-	60,000/-

i. The bid will be confirmed in favour of the person quoting the highest rate in respect of those movable asset of Mukbul Miah @ Hossain S/o Kasem Ali of Bejimara, PS- Sonamura, Dist - Sepahijala Tripura.
ii. At the time of auction, no bidder shall be permitted to bid for said asset for an amount less that the reserve price of the particular asset.
iii. On final acceptance of the bid, the full amount of the bid is to be deposited by the highest bidder on the spot by way of Cash/DD/Pay order. On such deposit, asset will be handed over to such person,
iv. Reserve price of the assets is mentioned above.
v. Undersigned Reserves the right to cancel this Auction Notice at any point of time without assigning any reason.
ICA/C-908/25

Sub Divisional Magistrate
Sonamura: Sepahijala District

PRESS NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO. :- 08/AGRI/EE/WEST/2025-26
Date- 06/06/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 02 (two) Nos Maruti EECO Vehicles for Office uses under Agri. Directorate Krishibhavan, Agartala, Tripura for a period of 03(Three) Months.

Sl. No.	Description of work	Quantity	Cost of document	Last date & time for receipt of application & issue of Quotation	Issue of Bidding	Bidding document Selling & Dropping Center	Date & time for dropping of quotation	Opening date & Time
1.	Hiring of 02 (two) Nos Maruti EECO Vehicles for Office uses under Agri. Directorate Krishibhavan, Agartala, Tripura for a period of 03 (Three) Months (DNIQ NO. 07/AGRI/EE/WEST/2025-26)	1(One) No.	Rs.1,000/- only	During office hours upto 04.00 PM on 10/06/2025	upto 04:00 PM on 12/06/2025	Office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, Tripura	Up to 3.00 P.M. on 13/06/2025	On 15/06/2025 at 4.00 P.M

ICA/C-904/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কম নাকি বেশি ঘুম হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়?

ভালো ঘুম শুধু বিশ্রামের জন্য নয়, শরীর ও মনের সামগ্রিক সুস্থতার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন রাতে গড়ে ৮ ঘণ্টা ঘুম মনোযোগ, কাজের দক্ষতা, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এমনকি খেলাধুলার পারফরম্যান্সেও ঘুমের বড় ভূমিকা আছে। ২০২০ সালে জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজিতে (জেএসিসি) প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, খুব কম বা খুব বেশি ঘুমদুটোই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। বিস্ময়কর বিষয় হলো, যাঁদের স্বাস্থ্যের অন্য কোনো সমস্যা নেই, তাঁদের ক্ষেত্রেও শুধু ঘুমের গন্ডগোল থেকে এই ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। তাই হৃৎস্বাস্থ্য রক্ষা করতে চাইলে ঘুমকে গুরুত্ব দিতে হবে। ৬ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমালে কী হয় ৬ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাঁদের মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি প্রায় ২০ শতাংশ বেশিছবি: পেক্সেলস

জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি (জেএসিসি) প্রকাশিত ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪ লাখ ৬১ হাজার ৩৪৭ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা প্রতি রাতে গড়ে ৬ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমান, তাঁদের তুলনায় যাঁরা ৬ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাঁদের মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। আর যাঁরা ৯ ঘণ্টার বেশি ঘুমান, তাঁদের ঝুঁকি প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো বোল্ডারের ইন্টিগ্রেটিভ ফিজিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং গবেষণার জ্যেষ্ঠ লেখক সেলিন ভেটার বলেন, 'জীবনধারা উন্নত হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে আপনি বেশি না কম ঘুমাচ্ছেন। কারণ, ঘুমের ব্যাপ্তিকাল হৃৎস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসগত বিষয়। আর এটি সবার জন্য প্রযোজ্য।' তাই দেখা যাচ্ছে, হৃদ্রোগের পারিবারিক ইতিহাস থাকলেও প্রতি রাতে ৬ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। ঘুম কম হলে বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি যাঁরা দিনে ৬ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাঁদের হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশিছবি: পেক্সেলস ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল স্লিপ মেডিসিন'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের সময়কাল ও মানদুটোই হৃদরোগের ঝুঁকির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে নিয়ে করা এই গবেষণায় দেখা যায়, যাঁরা দিনে ৬ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাঁদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। আবার যাঁদের ঘুমের মান খারাপ, যেমন ঘুমাতে সমস্যা হয়, বেশি স্বপ্ন দেখেন বা ঘুমের ওষুধ নিতে হয়, তাঁদের ঝুঁকিও বেশি। বিশেষ করে যাঁদের ঘুমের সময় ও গুণমান দুটোই খারাপ, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। ফলে হৃৎস্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে শুধু কতক্ষণ ঘুমাচ্ছেন, তা-ই নয়, ঘুম কতটা প্রশান্তিময় হচ্ছে, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাদ বদল করতে নিরামিষ খিচুড়িতে দিন মাংসের টুইস্ট

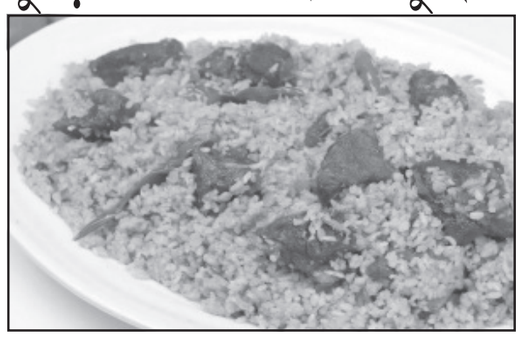

বৃষ্টির নাম শুনলেই তো খিচুড়ির কথা মনে পড়ে। তবে বৃষ্টিতে নিরামিষ খিচুড়ি না খেয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন মুরগির মাংসের খিচুড়ি। কিন্তু কী ভাবে বানাবেন? চটজলদি মাংসের খিচুড়ি তৈরির রেসিপি রইল এখানে।

উপকরণ

মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম
গোবিন্দভোগ চাল: ১ কাপ
মুগডাল: ১ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
পেঁয়াজ বাটা: ১ টেবিল চামচ
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ২ টেবিল চামচ
টক দই: আধ কাপ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
চামচ ঘি: ৩ টেবিল চামচ
দারচিনি: ২টি
এলাচ: ৪ টি
লবঙ্গ: ৪টি
তেজপাতা: ২টি
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: সামান্য

প্রণালী ১) প্রথমে ডাল শুকনো খোলায় ভেজে নিন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে রাখুন।

২) মুরগির মাংস ধুয়ে টক দই, নুন, হলুদ, জিরে, ধনে, মাখিয়ে রাখুন।

৩) ওই তেলে ফোড়ন হিসাবে দিন গোটা গরম মশলা। এ বার পেঁয়াজ বাটা, রসুন-আদা বাটা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন।

৪) মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে সামান্য জল দিয়ে আধ সেদ্ধ মাংস সরিয়ে রাখুন। ৫) অন্য একটি কড়াইতে ঘি গরম করতে দিন। এর মধ্যে দিন তেজপাতা। কুচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিন। ৬) চাল-ডাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। সামান্য ভাজা হয়ে এলে জল দিয়ে ফুটতে দিন। ৭) খানিকটা সেদ্ধ হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিন কষিয়ে রাখা মুরগির মাংস। ৮) ভাল করে নাড়াচাড়া করে আরও কিছু ক্ষণ সেদ্ধ হতে দিন। ৯) উপর থেকে লঙ্কা এবং ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ডায়েট শুরুর আগে সাবধান হোন

দুর্গাপুজো আসতে আর মাত্র মাস কয়েক বাকি। বছরের আর পাঁচটা সময়ের থেকে এই সময় জিমগুলিতে ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। অল্প সময়ে ওজন ঝরিয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। আর যাঁরা জিমে যান না, তাঁরা বাড়িতেই শুরু করেছেন কড়া ডায়েট। পুষ্টিবিদের পরামর্শ ছাড়াই কড়া ডায়েট আর শরীরচর্চা করে হঠাতএ মাসের মধ্যেই হয়তো অনেকটা ওজন এক বারে কমে গেল।

আপনার মনে হতে পারে যে বেশ ভালই হল। কিন্তু এমন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ওজন ঝরলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও। এক বারে অনেকটা ওজন ঝরালে বহু ক্ষেত্রেই শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। হঠাতএই ওজনের ঘাটতি নানা ধরনের অসুস্থতার কারণও হয়।

চটজলদি অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেললে কোন ধরনের সমস্যা বেশি দেখা দেয়? ১) দ্রুত ওজন কমে গেলে অনেক সময়ে ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ওঠা-নামা করতে পারে। তা থেকে লিভারে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) পুষ্টির অভাবও ঘটে। কারণ ওজন ঝরানোর সময়ে অনেকেই খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আনেন। এর জেরে শরীরের ক্যালোরির মাত্রা হঠাতঅনেকটা কমে যেতে পারে। যার কারণে অপুষ্টিতে ভুগতে পারেন। শরীরের উপর এই পরিবর্তনের ছাপ পড়তে পারে নানা ভাবে।

৩) লো-ক্যালোরি ডায়েট দীর্ঘ দিন মেনে চলার পর আপনার ওজন যদি ঝরতে শুরু করে তা হলে কিন্তু মেদ কমানোর সময়ে বহু ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ে পেশির উপর। ক্যালোরির পরিমাণ খুব কমে গেলে পেশির শক্তি কমতে পারে। যার ফলে পেশির ক্ষয়ও হয় অনেক সময়ে।

৪) লো-ক্যালোরি ডায়েট মেনে চললে তার প্রভাব পড়ে বিপাকহারের উপরেও। বিপাকহার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় কাজের উপরেও। ৫) অল্প সময় অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলার পর পিত্তথলি বা গলব্লাডারে পাথর জমার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। ডায়েটের ফলে অনেক সময় শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়। ডিহাইড্রেশনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমের মতো সমস্যা শুরু হয়।

উপকার হবে ভেবে রোজ ডাবের জল খাচ্ছেন?

বাজার থেকে ফেরার পথে প্রতি দিনই ডাব কিনে আনেন। পুরো গরমকাল জুড়ে সুস্থ থাকতে এই পানীয় খাওয়া যেন নিয়মের মতো হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া পুষ্টিবিদেরাও বলেন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম বা ইলেকট্রলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাবের জল অমৃতের মতো কাজ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ডাবের জল খাওয়া কখনও কখনও শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা জানেন কি? ডাবের জল বেশি খাবেন না কেন? ১) ডাবের জলে রয়েছে "ট্রোপোমায়োসিন" নামক এক ধরনের প্রোটিন। অতিরিক্ত ডাবের জল খেলে সেখান থেকে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) ডাবের জলে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তাই যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, তাঁদের জন্য ডাবের জল ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। ৩) ডাবের জলে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যাঁদের রক্তচাপ এমনিতেই কম, তাঁদের জন্য ডাবের জল হিতে বিপরীত হয়ে উঠতে পারে। ৪) ডাবের জলে পটাশিয়ামের মাত্রা বেশি থাকায় কিছু ক্ষেত্রে তা খারাপ প্রভাব ফেলে। বেশি পটাশিয়াম শরীরে গেলে তা "হাইপারক্যালেমিয়া"-র মতো রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৫) উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে ডাবের জল খাওয়া একেবারেই অনুচিত কাজ। দু'টি জিনিসই একসঙ্গে রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। রক্তচাপ স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা কমে গেলে তা নানা রকম শারীরিক জটিলতা ডেকে আনতে পারে।

গ্যাসের বার্নার সাফ করুন ভিনিগার বকিং সোডা দিয়ে

রান্না করার পর গ্যাস ঠিক ভাবে পরিষ্কার করছেন তো? কয়েক দিন অবহেলা করলেই কিন্তু তেলময়লা, কালি জমে গ্যাস নোংরা হয়ে যাবে। রান্না সারার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস অভেনটি শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নেওয়া জরুরি। গ্যাসের অভেন মোছাটা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু গ্যাসের বার্নার থেকে পোড়া খাবার, তেলচিটে দাগ তোলা বেশ ঝক্কির কাজ।

গ্যাসের আঁচ ঠিকঠাক না বেরোলে কিংবা আঁচ হলদেটে হয়ে গেলে বুঝতে হবে বার্নার পরিষ্কার করা জরুরি। নিয়মিত গ্যাস ব্যবহার করলে মাসে অন্তত এক বার বার্নার পরিষ্কার করতে হবে, না হলে কিন্তু গ্যাসের খরচ বাড়ে। জেনে নিন কী ভাবে কম সময়ে বেকিং পাউডার আর ভিনিগার দিয়েই বার্নারগুলি ঝকঝকে করবেন। বার্নারের ঢাকা কী ভাবে পরিষ্কার করবেন? প্রথমে বার্নারগুলি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এ বার একটি কাপড়ের সাহায্য বার্নারের ঢাকাগুলি খুলে নিন। একটি পাত্রে জল আর ভিনিগারের মিশ্রণ নিয়ে ঢাকাগুলি ডুবিয়ে রাখুন ৩০ মিনিটের জন্য। এ বার জল থেকে ঢাকাগুলি তুলে নিন জল ঝরিয়ে নিন।

প্রাণীরা যোগাযোগ করে কীভাবে

প্রতিনিয়ত আমরা প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগ নিয়ে আরও বেশি শিখছি। গবেষণায় দেখা গেছে, হাতিরা একে অপরকে কান নাড়িয়ে এবং গুঞ্জন করে অভ্যর্থনা জানায়। স্পার্ম তিমি ওদের কথোপকথনের প্রসঙ্গ অনুযায়ী ক্লিক ধ্বনি পরিবর্তন করে। আর নেংটি ইঁদুরদের কলোনিতে রয়েছে নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গি।

এটা স্পষ্ট যে প্রাণিজগতের যোগাযোগ পদ্ধতি জটিল। কিন্তু এত বৈচিত্র্যময় উপায়ে যোগাযোগ করার পরেও কোনো প্রাণী কি অন্য প্রজাতির ভাষা শিখতে পারে? গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু প্রাণী তাদের নিজস্ব প্রজাতি ছাড়া অন্য প্রজাতির শব্দ বা সংকেত বুঝতে পারে। এমনকি শিখতে পারে ভাষার ব্যবহারও। তবে এই প্রাণীগুলোর মাথায় আসলে কী চলে, তা নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

শুরুতেই বলে রাখা দরকার, ভাষা শব্দটি এখানে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণীরা মানুষের মতো ভাষা ব্যবহার করে না। শব্দ বা সংকেত বুঝতে পারে। এমনকি শিখতে পারে ভাষার ব্যবহারও। তবে এই প্রাণীগুলোর মাথায় আসজার্মানির জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাইমন ডব্লিউ. টাউনসেন্ড বলেছেন, 'ভাষা মানুষের নিজস্ব যোগাযোগ পদ্ধতি'।

তরুণ ড্রোঙ্গোরা বুঝে প্রতারণা করে কি না, তাও নিশ্চিত নয়। তবে মানব শিশুরা যেমন না বুঝেই শব্দ নকল করে এবং বারবার ভুল থেকে শেখে, ড্রোঙ্গোরাও হয়তো সেভাবে শেখে। এখন পর্যন্ত ওরা কিছু ভাষা শেখার লক্ষণ দেখালেও, অনেক কিছুই রয়ে গেছে রহস্যাবৃত।

কোনো প্রাণী কি আসলেই ভাষা বুঝতে পারে?

অন্য প্রজাতির শব্দ বোঝার ক্ষেত্রে পাখিরা অন্যতম সেরা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরিযায়ী পাখিরা পথ চলার সময় অন্য প্রজাতির পাখির ডাক বুঝতে পারে। এতে হয়তো নিরাপদে দীর্ঘপথ চলতে পারে পাখিগুলো। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কাছাকাছি অবস্থানের ডাক রেকর্ড করে গবেষকরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, পাখিদের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতিগত যোগাযোগ রয়েছে।

এই গবেষণা প্রমাণ করে, আগের ধারণার মতো গানপাখিরা একাই পরিযান করে না। যদিও ওদের ভাষা এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি। হয়তো ওদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল।

শুধু ভাষা বোঝাই যথেষ্ট নয়

কোনো ভাষা শেখা মানে শুধু বোঝা নয়, বলতে শেখাও। আর এই জায়গায় আফ্রিকার ছোট কালো পাখি ফর্ক-টেইলড ড্রোঙ্গো বেশ পারদর্শী। এই পাখিরা প্রায়ই খাবার চুরির আশায় অন্য প্রাণীর পেছনে ঘোরাঘুরি করে। কানাডার ক্যাপিলানো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের শিক্ষক থমাস ফ্লাওয়ার মাঠ পর্যায়ে দেখেছেন, ড্রোঙ্গোরা যখন মিয়ারক্যাট নামে একধরনের ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পেছনে থাকে, তখন তারা শিকারি প্রাণী আসতে দেখলে সতর্কতামূলক ডাক দেয়। এতে মিয়ারক্যাটরা গর্তে পালিয়ে যায়, আর ড্রোঙ্গোরা খাবারের টুকরো চুরি করে। কিন্তু বারবার একই কৌশল ব্যবহারে মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের নেকড়ে আসার গল্পের মতো অবস্থা হয়। মিয়ারক্যাটরা বুঝে যায়, ড্রোঙ্গোর সতর্কবার্তা ভুয়া। ফলে কিছুক্ষণ পরে তারা আর সেগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখায় না। এটা স্পষ্ট যে প্রাণিজগতের যোগাযোগ পদ্ধতি জটিল। কিন্তু এত বৈচিত্র্যময় উপায়ে যোগাযোগ করার পরেও কোনো প্রাণী কি অন্য প্রজাতির ভাষা শিখতে পারে? গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু প্রাণী তাদের নিজস্ব প্রজাতি ছাড়া অন্য প্রজাতির শব্দ বা সংকেত বুঝতে পারে। এখানেই ড্রোঙ্গোর বিশেষ প্রতিভা ফেল করে ঠিকই, তবে ওদের চালাকি এখানেই শেষ নয়। ওরা মিয়ারক্যাটদের শব্দ অনুকরণ করে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করে। এরা অন্যান্য পাখি, এমনকি মিয়ারক্যাটের সতর্কবার্তার ডাকও নকল করতে পারে। এভাবে ডাক নকল করে মিয়ারক্যাটদের বিভ্রান্ত করে খাবার চুরি করে ড্রোঙ্গোরা। কোন প্রাণীর ডাক নকল করতে হবে, তা ওরা বুঝতে পারে। এভাবে চলতে থাকে ড্রোঙ্গোরার প্রতারণার খেলা। তবে প্রতারণা করার সময় ড্রোঙ্গোরার মনে ঠিক কি চলে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা করে, নাকি এর পেছনে আরও জটিল মানসিক প্রক্রিয়া রয়েছে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই।

তরুণ ড্রোঙ্গোরা বুঝে প্রতারণা করে কি না, তাও নিশ্চিত নয়। তবে মানব শিশুরা যেমন না বুঝেই শব্দ নকল করে এবং বারবার ভুল থেকে শেখে, ড্রোঙ্গোরাও হয়তো সেভাবে শেখে। এখন পর্যন্ত ওরা কিছু ভাষা শেখার লক্ষণ দেখালেও, অনেক কিছুই রয়ে গেছে রহস্যাবৃত।

ফলে, প্রাণীরা মানুষের ভাষা পুরোপুরি বোঝে কি না, তা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। তবে কিছু প্রাণী যে নির্দিষ্ট শব্দ ও সংকেত বুঝতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটাও কম বড় আবিষ্কার নয়!

কিডনির রোগে আক্রান্ত হতে পারে খুদেরাও

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, কাজের চাপ, জীবনের নানা ব্যস্ততা, অনিয়ম আর অবহেলার প্রভাব পড়ে শরীরের উপর। দীর্ঘ দিনের অনিয়মের হাত ধরে শরীরে বাসা বাঁধে নানা ক্রনিক অসুখ। কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে তা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। অনেক ক্ষেত্রে একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। ফলে ক্ষতিকর আঁচ বাইরে থেকে পাওয়া যায় না।

যে কোনও বয়সে মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে কিডনির রোগ বাসা বাঁধতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালির সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি, সে কারণে কিডনিতে পাথর জমার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। এ ছাড়া, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবিটিস এবং প্রিক্ল্যাম্পসিয়া হওয়ার ঝুঁকিও থাকে, যা কিডনির সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে আবার কিডনিতে ক্যানসার বাসা বাঁধার ঝুঁকি বেশি। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত, পিঠে ব্যথা, হঠাতওজন ঝরে যাওয়ার মমতো উপসর্গ দেখলে কিডনির ক্যানসারের বিষয় সতর্ক হোন। আধুনিক জীবনে কিডনির রোগে কাবু হচ্ছে ছোটরাও। ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। জেনে নিন কিডনি ভাল রাখতে রোজের অভ্যাসে কী কী বদল আনা জরুরি? ১) শরীরে জলের ঘাটতি হলেই কিন্তু বিপদ। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিতে জলই সাহায্য করে। তাই জলের জোগান কিডনি যত পাবে, তার শারীরবৃত্তীয় কাজে তত সুবিধা হবে। জলের অভাব হলে কিডনিতে সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ে। ২) কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। অনেকেই অভ্যাসবশত প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। দিনের পর দিন এই অভ্যাস কিন্তু বিপদ ডেকে আনে। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই বিকল হয় কিডনি। দীর্ঘ সময় ধরে টক্সিন ধরে রাখায় কিডনিতে সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কাও বাড়ে। ৩) ডায়াবেটিকদের কিডনির অসুখের ঝুঁকি বেশি। তাই কিডনির হাল ভাল রাখতে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। এর জন্য ডায়েটে নজর দিন, হাঁটাহাঁটি করুন, শরীরচর্চায় মন দিন। ৪) সামান্য মাথাব্যথা হোক কিংবা পেটে ব্যথা মুঠো মুঠো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে অনেকেরই। অতিরিক্ত বেদনানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

চুলের হাজার সমস্যার সমাধান করতে পারে মেথি

বর্ষাকালে চুল পড়ার সমস্যা নতুন নয়। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে কমবেশি সকলেই এই সমস্যায় ভোগেন। বর্ষাকাল কাটতে না কাটতেই আবার পুজোর মরসুম এসে যায়। মাথার বেশির ভাগ চুল যদি ঝরে পড়ে যায়, তা হলে পুজোর দিনগুলিতে চাইলেও চুলে কায়দা করতে পারবেন না। অবশ্য চুলের সমস্যা তো একটা নয়। চুল বড় না হওয়া, খুশকি, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া এমন হাজার সমস্যা রয়েছে চুল নিয়ে। এত সব সমস্যা মেটাতে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ না করে ভরসা রাখতে পারেন মেথির উপর। ভিটামিন এ, বি, সি, কে, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, ফলিক অ্যাসিড, স্যাপোনিন্স এবং ফ্ল্যাভনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ মেথি চুলের কোন কোন উপকারে লাগে? ১) চুল পড়া কমায় ত্বকের মতো চুল ভাল রাখতে গেলেও মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মেথির মধ্যে রয়েছে লেসিথিন নামক একটি উপাদান, যা চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কমায়। ২) খুশকি দূর করে মেথির মধ্যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান রয়েছে। যা খুশকির হাত থেকে চুলকে রক্ষা করে। মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে চুলকানি বা র্যাশের সমস্যা হলেও তা কমিয়ে দিতে পারে মেথি।

৩) সংক্রমণ রোধ করে

মেথি প্রদাহনাশ করতেও সাহায্য করে। চুলের গোড়ায় সংক্রমণ এবং সেখান থেকে কোনও প্রকার প্রদাহ হলে ব্যথা অনুভব করেন অনেকেই। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে মেথি। চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন মেথি?

১) মেথির তেল ১ কাপ নারকেল তেলে ১ টেবিল চামচ মেথি দানা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। মেথির রং লালচে হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা করে ছেঁকে কাচের শিশিতে ভরে রাখুন মেথির তেল। সপ্তাহে তিন দিন মাথায় লাগান এই তেল। ২) মেথি দিয়ে তৈরি মাস্ক আগের রাতে ১-২ টেবিল চামচ মেথি জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। এর সঙ্গে মেশাতে পারেন ১ টেবিল চামচ লেবুর রস। ভাল করে মিশিয়ে মাথায় মেখে রাখুন। আধ ঘণ্টা পর হালকা গরম জল দিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ৩) মেথি ভেজানো জল

২-৩ টেবিল চামচ মেথি দানা ১ লিটার জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন চুলে শ্যাম্পু করার পর, মেথি ভেজানো জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুলের জন্য এই টোটকা করলে কন্ডিশনার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না।

শনিবার অল ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ ওয়াকার্স এসোর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বেঙ্গালুরুতে এফএসএসএআই-এর অনুষ্ঠানে মুখ্য ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন : বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শনিবার বেঙ্গালুরুর নিছানস -এ আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে “নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে স্থূলতা রুখুন” থিমে মুখ্য ভাষণ প্রদান করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া , স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আওতায় থাকা ‘এট রাইট ইন্ডিয়া” কর্মসূচির অংশ হিসেবে।

শ্রী নাড্ডা এদিন এফএসএসএআই -এর নতুন ‘স্টপ ওবেসিটি’ (স্থূলতা রুখুন) উদ্যোগের সূচনা করেন, যা বহুভাষিক, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অন্তর্ভুক্ত এবং বহুমাধ্যমে প্রচারিত হবে। এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।

মন্ত্রী জানান, “একটি উন্নত ভারতের জন্য সুস্থ ভারত অপরিহার্য এবং তা সম্ভব সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে।”

মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানতেল খাওয়া ১০ু কমানোর গুরুত্ব পুনরায় তুলে ধরেন। পাশাপাশি বলেন, “খাদ্য নিরাপত্তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর প্রচার, চর্চা এবং সচেতনতা আমাদের সকলের দায়িত্ব।”

এই অনুষ্ঠানে ’ ইট রাইট একটিভিটি বুক— ইওর গাইড তো এত রাইট এত স্কুল’ নামক বইটির উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য তৈরি এই বইটিতে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নানা কার্যক্রম।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ বছরের থিম “খাদ্য নিরাপত্তা: কর্মে বিজ্ঞান”-এর প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, “খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলিকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নেওয়া অপরিহার্য।”

তিনি আরও বলেন, ২০০৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে স্থূলতার হার ৩৯.৬ু এবং গ্রামাঞ্চলে ২৩.১ু বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি গবেষণার মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ স্থূলতার সমস্যায় ভুগবে।

পুন্য সলিলা শ্রীবাস্তব, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব, বলেন: “খাদ্য নিরাপত্তা শুধু স্বাস্থ্য নয়, এটি একটি জাতীয় প্রয়াস।” সঞ্জয় কুমার, শিক্ষা সচিব, স্কুল স্তরে সচেতনতা গড়ার ওপর জোর দিয়ে জানান, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য অভ্যাস গড়তে মাইলেটস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মিড-ডে মিলে। এফএসএসএআই -এর সিইও জি কামলা বর্ধন রাও এবং আইসিএমআর -এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. রাজীব বেহল ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত একটি প্রচার ভিডিওতে বিশিষ্ট শেফ রণবীর ব্রার সবাইকে তেল কম খাওয়ার এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের আহ্বান জানান।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে কর্ণাটক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শরণপ্রকাশ আর পাটিল, সাংসদ লহর সিংহ সিরোয়া, পি সি মোহনসহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ বছরে কৃষকদের সমৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রের রূপান্তরে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: গত ১১ বছরে কৃষককল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ কৃষকদের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে এবং কৃষিক্ষেত্রে এক সামগ্রিক রূপান্তর ঘটিয়েছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “কৃষক ভাই-বোনেরা একসময় ছোট ছোট চাহিদার জন্যও ঋণ নিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু গত এক দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তাঁদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে।”

তিনি ‘পিএম কিষান সম্মান নিধি’ এবং ‘কিষান ফসল বীমা’ স্কিমের কথা তুলে ধরে বলেন, এই কর্মসূচিগুলো কৃষকদের কল্যাণের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (ঋছঞ্ঞ) ধারাবাহিকভাবে বাড়ানোর ফলে কৃষকেরা তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন এবং সেইসঙ্গে তাঁদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর সরকারের কাছে দেশের পরিশ্রমী কৃষকদের সেবা করা একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। তিনি বলেন, “আমরা শুধুমাত্র কৃষকদের সম্মান এবং সমৃদ্ধির জন্য কাজ করিনি, বরং মাটির স্বাস্থ্য, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতেও সমান গুরুত্ব দিয়েছি, যা কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফলাফল এনে দিয়েছে।”

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, আগামী দিনে কৃষককল্যাণের প্রতি সরকারের প্রচেষ্টা আরও জোরদারভাবে চালানো হবে। এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন: ’আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা আগে যেখানে ছোট ছোট চাহিদার জন্যও ঋণ নিতে বাধ্য হতেন, সেখানে বিগত ১১ বছরে আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত তাঁদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। পিএম কিষান সম্মান নিধি হোক বা কিষান ফসল বীমাআমরা তাঁদের কল্যাণের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। এখন এমএসপি-তে ধারাবাহিক বৃদ্ধির ফলে দেশের অন্নদাতারা শুধুমাত্র ফসলের উপযুক্ত মূল্যই পাচ্ছেন না, বরং তাঁদের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।” সরকারের দাবি, এই নীতিমালাগুলি দেশের কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করছে এবং কৃষি অর্থনীতিকে নতুন দিশা দিচ্ছে।

মহারাষ্ট্র ভোটে কারচুপির অভিযোগ ‘অসম্ভব ও অসার’: রাহুল গান্ধীর দাবিকে উড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : গত বছরের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগকে “অসম্ভব ও অসার” বলে উড়িয়ে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। শনিবার কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে রাহুল গান্ধীর ভোট জালিয়াতির দাবিকে ‘অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রাহুল গান্ধী এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সুবিধার জন্য ভুয়া ভোটারের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তবে কমিশনের দাবি, পুরো ভোটপ্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং প্রতিটি দলের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কংগ্রেসের অনুমোদিত পোলিং এজেন্টরা কোথাও কোনো ‘অস্বাভাবিক ভোটিং’ নিয়ে কোনো অভিযোগ তোলেননি।

রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই অভিযোগকেও উড়িয়ে দিয়ে কমিশনের মন্তব্য, “এই ধরনের অভিযোগ এক বছর আগেও কংগ্রেস তুলেছিল এবং তার উত্তর কমিশন ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখেই বিস্তারিতভাবে দিয়েছে। সেই জবাব কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। সেই তথ্যগুলো উপেক্ষা করেই বারবার এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে।”

কমিশনের কড়া মন্তব্য, “ভোটে পরাজয়ের পরে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে সেটিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং দুর্ভাগ্যজনক।”

উল্লেখ্য, গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট বিপর্যস্ত হয়। যদিও তার কয়েক মাস আগেই লোকসভা নির্বাচনে এই জোট বিজেপিকে টপকে চমক দেখিয়েছিল।

খারকিভে রুশ ড্রোন ও মিসাইল হামলায় অন্তত তিনজন নিহত, আহত ২১ জন

খারকিভ, ৭ জুন : ইউক্রেনের খারকিভ শহরে রাশিয়ার চালানো ড্রোন ও মিসাইল হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন এবং ২১ জন আহত হয়েছেন। খারকিভের মেয়র ওলেহ সিনেগুবভ জানিয়েছেন, হামলার ফলে শহরের ১৮টি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ও ১৩টি ব্যক্তিগত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রুশ বাহিনী এই হামলায় মোট ৪৮টি ড্রোন, দুটি মিসাইল এবং চারটি এরিয়াল গ্লাইড বোমা ব্যবহার করেছে বলে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

এই হামলা এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাকে সতর্ক করে জানিয়েছেন যে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া জবাব দেবে। ট্রাম্প আরও বলেন, শান্তি আলোচনার আগে কিছুটা সময় উভয় পক্ষকে লড়াই করতে দেওয়া উচিত।বর্তমানে খারকিভে উদ্ধার তৎপরতা চলমান রয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এই হামলাকে রাশিয়ার পরিকল্পিত আগ্রাসন হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ভয়ঙ্কর মাওবাদী নেতা ভাস্কর এনকাউন্টারে নিহত, মাথার দাম ছিল ৪৫ লক্ষ টাকা

ভুবনেশ্বর, ৭ জুন : ছত্তিশগড়-ওড়িশা সীমান্তবর্তী বিজাপুর জেলার জাতীয় উদ্যান এলাকায় চলমান এক বিশাল নকশাল বিরোধী অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনী বড়সড় সাফল্য অর্জন করল। এই অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে নিহত হয়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নেতা ভাস্কর রাও ওরফে মৈলারাপু আদেল্লু।

ভাস্কর রাও সিপিআই (মাওবাদী)-এর তেলেঙ্গানা রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর দেহ শুক্রবার উদ্ধার করে বাহিনী। উদ্ধার হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল, বিস্ফোরক ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র। সূত্রের খবর অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তি ভাস্কর রাও ওরফে মৈলারাপু আদেল্লু বলে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর মাথার দাম ছত্তিশগড়ে ২৫ লক্ষ ও তেলেঙ্গানায় ২০ লক্ষ, মোট ৪৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাস্কর রাওর বয়স ৫৩ বছর। তিনি তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ জেলার বোয়াথ মণ্ডলের পোচেরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জাতিগতভাবে তিনি অনগ্রসর শ্রেণির (মাদিগা) অন্তর্গত ছিলেন।

এর আগেও বৃহস্পতিবার, একই অভিযানে সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম ওরফে সুধাকরের দেহ উদ্ধার করেছিল বাহিনী। তাঁর কাছ থেকেও একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার হয়। নিরাপত্তাবাহিনীর এই টানা অভিযান মাওবাদীদের ঘাঁটিতে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

১৬তম অর্থ কমিশনে অংশকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর টি. রবি শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নর শ্রী টি. রবি শঙ্কর-কে ১৬তম অর্থ কমিশনের অংশকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়া অথবা ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫যেটি আগে হয়পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।

এই নিয়োগটি এসেছে অর্থ কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য শ্রী অজয় নারায়ণ ঝা-র ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৬তম অর্থ কমিশন গঠিত হয় ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, যার চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন প্রাক্তন নীতি আয়োগ-উপ-সভাপতি ড. অরবিন্দ পনগড়িয়া। কমিশনের দায়িত্ব হলো ১লা এপ্রিল, ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য আর্থিক সুপারিশ পেশ করা। কমিশনকে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

অসমে ৯৮ কোটি টাকার পানীয় জল প্রকল্প উদ্বোধনের আগেই ডিব্রু নদীতে বিলীন, ক্ষোভে ফুঁসছে জনতা

তিনসুকিয়া (গুজিয়ান), ৭ জুন: অসমের তিনসুকিয়ার গুজিয়ান এলাকায় নির্মিত ৯৮ কোটি টাকার সরকারি পানীয় জল প্রকল্প উদ্বোধনের আগেই ডিব্রু নদীর ভাঙনে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। দীর্ঘ ৭—৮ বছর ধরে নির্মীয়মান এই প্রকল্পটি স্থানীয়দের বহুদিনের জলসংকট মেটানোর জন্য পরিকল্পিত হলেও, এখন তা একেবারে নদীগর্ভে বিলীন।

সরকারি অর্থে নির্মিত এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ায় জনতার করদানো অর্থ সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও সমাজকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে।

একজন সমাজকর্মী বলেন, “এলাকার সবাই জানে যে ডিব্রু নদী প্রতিবছরই ভয়াবহ ভাঙনের সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও, প্রশাসন প্রকল্পটি নদীর একেবারে পাশে তৈরি করেছেএটি চরম অব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার অভাবের পরিচয়।”

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচন নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় নাগরিকরা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে করদাতাদের অর্থ অপচয় না হয়।

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সংগঠনগুলো জোর দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে যেকোনো সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি, সঠিক পরিকল্পনা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ অবশ্যই করা উচিতবিশেষ করে ভাঙনপ্রবণ বা সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো সম্মেলন ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী

মোদীর ভাষণ: দুর্যোগ মোকাবেলায় ৫টি বৈশ্বিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ

নয়াদিল্লি/প্যারিস, ৭ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো সম্মেলন ২০২৫-এ ভাষণ দেন। এই প্রথমবার ইউরোপে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ফরাসি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আসন্ন জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলনের জন্যও শুভেচ্ছা জানান।

সম্মেলনের থিম ‘সামুদ্রিক উপকূল অঞ্চলের জন্য সহনশীল ভবিষ্যৎ গঠন’ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে।” তিনি সাম্প্রতিক সাইক্লোন রেমাল (ভারত-বাংলাদেশ), হারিকেন বেরিল (ক্যারিবিয়ান), টাইফুন ইয়াগি (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া), হারিকেন হেলিন (যুক্তরাষ্ট্র), টাইফুন উসাগি (ফিলিপাইন), ও সাইক্লোন চিডো (আফ্রিকা)—এর উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, এসব দুর্যোগ প্রাণ ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি করেছে এবং এটি দুর্যোগ সহনশীল পরিকাঠামোর গুরুত্ব নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৯৯ সালের সুপার সাইক্লোন ও ২০০৪ সালের সুনামির কথা এবং বলেন, “ভারত এইসব দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং একটি সুনামি সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যা বর্তমানে ২৯টি দেশকে সুবিধা দিচ্ছে।”

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিকে ’বড় মহাসাগরীয় দেশ’ হিসেবে দেখে এবং তাদের দুর্বলতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, ঙ্খঙ্গট্রজ্জ-এর অধীনে ২৫টি ছোট দ্বীপ দেশগুলিতে ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, জলের নিরাপত্তা, জ্বালানি ব্যবস্থা এবং আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা নির্মাণে ভারত কাজ করে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে দুর্যোগ সহনশীলতার ক্ষেত্রে পাঁচটি বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন, উচ্চশিক্ষায় দুর্যোগ মোকাবেলার পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, যাতে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি সুদক্ষ ও সচেতন কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি বৈশ্বিক ডিজিটাল রিপোজিটরি তৈরির ওপর জোর দেন, যেখানে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের সেরা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সন্নিবেশিত থাকবে এবং যা গোটা বিশ্বের কাজে আসবে। তৃতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুযোগ করে দিতে উদ্ভাবনী ও বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা জরুরি। চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিকে ’বড় মহাসাগরীয় দেশ’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদের ওপর অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা ও মনোযোগ দরকার। এই অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ প্রতিরোধে একটি দৃঢ় ও সংহত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও সমন্বয় ব্যবস্থার জোরদারকরণ, যাতে শেষ প্রান্তিক মানুষ পর্যন্ত তথ্য পৌঁছানো যায় ও সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তিনি বলেন, “উন্নয়নের প্রতিটি স্তম্ভ এমনভাবে নির্মিত হওয়া উচিত, যা সময় ও দুর্যোগের পরীক্ষায় টিকে থাকে।”

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণ শেষ করেন বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে, যাতে আমরা একত্রে একটি শক্তিশালী ও দুর্যোগ-সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি।

ব্রাজিলিয়ায় অনুষ্ঠিত ১১তম ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের সমাপ্তিতে লোকসভার মাননীয় স্পিকারের বিবৃতি

ব্রাসিলিয়া/নয়াদিল্লি, ৭ জুন: ব্রাজিলিয়ার রাজধানী ব্রাসিলিয়ায় অনুষ্ঠিত ১১তম ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের সমাপ্তিতে ভারতের লোকসভার মাননীয় স্পিকার এক বিবৃতিতে বলেন, “আমি ব্রিকস সম্মেলনের সফল আয়োজনে ব্রাজিলের সংসদ, সরকার এবং জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।”

সম্মেলনে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সংসদীয় সহযোগিতা জোরদার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। আলোচনার শেষে একটি চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

ঘোষণাপত্রে ব্রিকস দেশসমূহ সর্বসম্মতভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ভারতীয় উপত্যকা কাশ্মীরের পাহলগামে গত ২২ এপ্রিল সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ রোধে এই শূন্য সহনশীলতা নীতির আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মেলনে ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সকল সদস্য দেশ একমত হন যে, এআই-এর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হলেও এর ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, পারস্পরিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির দিকেও আলোকপাত করা হয়।

লোকসভার স্পিকার বলেন, “ভারত বরাবরই আইনের শাসন, বৈশ্বিক সহযোগিতা ও বিশ্ব মঞ্চে সংলাপের পক্ষে। আগামী ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক দেশ হবে ভারত। আমরা অর্থনীতি, সমাজ, বাণিজ্য, এআই এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করব।”

তিনি আরও বলেন, “সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা সংসদীয় বিনিময়, অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম অনুশীলন ভাগ করে নিয়ে নাগরিকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। আমি ব্রিকস দেশসমূহের সংসদের স্পিকার ও প্রেসিডেন্টদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।”ভারতের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ১২তম ব্রিকস সংসদীয় ফোরাম সফলভাবে আয়োজনের জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হবে এবং সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতায় সম্মেলনকে সার্থক করে তোলা হবে।

সমুদ্র সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে ফ্রান্সে গেলেন ড. জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি/নিস (ফ্রান্স), ৭ জুন: কেন্দ্রের ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং আজ ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তিনি ফ্রান্সের নিস শহরে ৮ থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য “জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলন” -এ উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন।

এই সম্মেলন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিত করবে, যেখানে টেকসই মহাসাগর পরিচালনা ও সাগরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে।

ভারতের পক্ষ থেকে এই সফর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহাসাগর সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র সহযোগিতায় ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলেই বিবেচিত হচ্ছে।

আগামী চার দিনে ড. জিতেন্দ্র সিং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন, জাতিসংঘ সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে ভারতের জাতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং একাধিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেবেন।

তাঁর সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ৮ জুন মোনাকোর হারবারে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ এস এস স্ট্যাটস্রাদ লেহমকুহল-এ অনুষ্ঠিত ভারত-নরওয়ে যৌথ ইভেন্ট থাকবে, যার বিষয় ’মেরিন স্পেশাল প্ল্যানিং’। নরওয়ের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী হি.ই. অ্যাসমুন্ড গ্রোভার আউক্রুস্ট-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই ইভেন্টে সভাপতিত্ব করবেন ড. সিং। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নরওয়ের রাজপুত্র হাকন।

এছাড়া, তিনি ফ্রান্স, জার্মানি, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং চিলিসহ একাধিক দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে সামুদ্রিক দূষণ, মহাসাগরীয় বিজ্ঞান ও ব্লু ইকোনমি উদ্যোগের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা হবে।

ফ্রান্স ও কোস্টারিকার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল থিমগুলোর মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধার, মহাসাগরীয় দূষণ হ্রাস, মহাসাগরভিত্তিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা, এবং টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ। এই সব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা —এর লক্ষ্য ১৪, অর্থাৎ ‘টেকসই মহাসাগর’ অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সম্মেলনের মাধ্যমে বৈশ্বিক মহাসাগর ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক সমাধান খোঁজা হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাগরসম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সম্মেলনের প্রাক্কালে, ভারতের ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক ফ্রান্স ও কোস্টারিকার দূতাবাসের সঙ্গে যৌথভাবে নয়াদিল্লিতে দুটি ’ ব্লু টকস ’ আয়োজন করে। সেখানে বিজ্ঞানী, সরকারি আধিকারিক ও স্টেকহোল্ডাররা মহাসাগর সংরক্ষণ ও নীতিগত সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করেন।

ইউএনওসি৩-তে ভারতের অবস্থান তুলে ধরার সময় ড. জিতেন্দ্র সিং মহাসাগর গবেষণা, উপকূলীয় নিরাপত্তা ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়ে ভারতের উদ্যোগ ব্যাখ্যা করবেন। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি এবং বৈশ্বিক সমুদ্র নীতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহাসাগরের ভূমিকা মাথায় রেখে, ইউএনওসি৩-তে ভারতের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে।

নাটোর সামরিক ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নতুন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় অনুমোদন করতে যাচ্ছে

ব্রাসেলস, ৫ জুন: নাটো বৃহস্পতিবার নতুন সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করছে, যার লক্ষ্য ইউরোপ, আর্কটিক অঞ্চল এবং উত্তর আটলান্টিকের প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করা। এই পদক্ষেপটি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নিরাপত্তা ব্যয় বৃদ্ধির উদ্যোগের অংশ।
নাটোর নতুন "ক্যাপাবিলিটি টার্গেট" অনুযায়ী, সংস্থার ৩২টি সদস্য রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকারভিত্তিক সরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভারী কামান, গোলাবারুদ, ড্রোন এবং কৌশলগত সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন এয়ার-টু-এয়ার রিফুয়েলিং, ভারী বিমান পরিবহন এবং রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা।
নাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে বলেন, "আজ আমরা ক্যাপাবিলিটি টার্গেটগুলো চূড়ান্ত করব। এরপর আমরা মূল্যায়ন করব, আমাদের কী কী ঘাটতি আছে শুধু বর্তমানের জন্য নয়, আগামী তিন, পাঁচ বা সাত বছরের জন্যও।"
তিনি আরও বলেন, "এই সমস্ত বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।"
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেন, "একটি জোট হতে হলে শুধু পতাকা বা সম্মেলন নয়, যুদ্ধ-প্রস্তুত সামরিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।"
২০২৩ সালে নাটোর সর্বশেষ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার আওতায় এই টার্গেটগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি শীতল যুদ্ধের পর সংগঠনের সবচেয়ে বড় সামরিক কৌশলগত পুনর্গঠন। পরিকল্পনার আওতায়, নাটো ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ব ফ্রন্টে ৩ লক্ষ সেনা মোতায়েনের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েছে। যদিও বিশ্লেষকদের মতে, এত দ্রুত এই সংখ্যক সেনা জড়ো করা মিত্র দেশগুলোর পক্ষে কঠিন হবে।
নাটোর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় জোটভুক্ত দেশগুলোর ভূমিকা তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: উচ্চ উত্তর ও আটলান্টিক এলাকা, আল্পস পর্বতের উত্তর অংশ, এবং দক্ষিণ ইউরোপ।
নাটো সদস্য রাষ্ট্র প্রধানরা আগামী ২৪-২৫ জুন নতুন সামরিক ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসবেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে রাজস্থানের খিচান ও মেনার পেল রামসার স্বীকৃতি

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বুধবার ঘোষণা করেছেন যে রাজস্থানের ফালোডির খিচান এবং উদয়পুরের মেনার এলাকাকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
এক্স-এ এক পোস্টে যাদব জানান, "ভারতের রামসার তালিকায় আজ আরও দুটি নতুন সংযোজন ঘটেছে। এখন আমাদের মোট রামসার সাইটের সংখ্যা দাঁড়াল ৯১।" তিনি এই স্বীকৃতির জন্য রাজস্থানবাসী এবং গোটা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, "খুবই আনন্দের খবর! পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এর পেছনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।"
রামসার কনভেনশন একটি আন্তঃসরকারি চুক্তি, যা ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলিকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রামসার সাইট মানে সেইসব জলাভূমি, যা আন্তর্জাতিক পরিবেশগত গুরুত্ব বহন করে।
জলাভূমিকে সংজ্ঞায়িত করে কনভেনশনে বলা হয়েছে, এটি এমন অঞ্চল যা প্রাকৃতিক হোক বা কৃত্রিম, স্থায়ী হোক বা সাময়িক যেখানে জলস্থল, খাড়ি, খাল, নোনা বা মিঠা জল, এমনকি অগভীর সামুদ্রিক অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভুটানের জেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি প্রতিনিধি দল অসম-মেঘালয় সফরে, ছয় দিনের সফরে গুয়াহাটিতে আগমন

গুয়াহাটি, ৭ জুন: ভুটানের জেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি থেকে এক নয় সদস্যের প্রতিনিধি দল আজ গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে। তারা অসম ও মেঘালয় সফরে এসেছে ছয় দিনের জন্য, উদ্দেশ্যঅর্থনৈতিক এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা অনুসন্ধান।
সফরের প্রথম দিনে প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটি এবং কামরূপ জেলার হাজোতে অবস্থিত হয়গ্রীব মাধব মন্দির।
রবিবার (৯ জুন) প্রতিনিধি দল ঘুরে দেখবে অসম রাজ্য চিড়িয়াখানা ও উদ্ভিদ উদ্যান, উমানন্দ দ্বীপ (যা ময়ূর দ্বীপ নামেও পরিচিত), গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্র এবং গুয়াহাটিতে অবস্থিত রয়্যাল ভুটান কনসাল জেনারেলের দফতর।
সোমবার (১০ জুন) প্রতিনিধি দল রওনা দেবে মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে। একই দিনে তারা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এছাড়া রাজ্যের মুখ্য সচিব, পুলিশ মহাপরিচালক এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কেন্দ্রীয় জিএসটি, আবগারি ও শুল্ক বিভাগের মুখ্য আয়ুক্তের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ জুন) প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করবে কামাখ্যা মন্দির, পাণ্ডু বন্দর ও রয়্যাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়। সফরের শেষ দিন, ১২ জুন, তারা ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।
উল্লেখ্য, জেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে ভুটান সরকার গড়ে তুলছে, যা অসমের সীমানা সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এটি একটি আধুনিক নগরায়ন প্রকল্প, যেখানে মাইন্ডফুলনেস, সমন্বিত জীবনধারা এবং টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মেলবন্ধন ঘটানো হচ্ছে।
গত ডিসেম্বর মাসে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভুটান সফর করেন এই জিএমসি প্রকল্পটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করার জন্য। তার মতে, এই নতুন শহরটির উন্নয়নের ফলে অসমের ভূগোলের কাছাকাছি এলাকা বিশেষভাবে উপকৃত হবে এবং রাজ্য সরকার ভুটানের এই উদ্যোগকে পরিপূরক ভূমিকা দিয়ে সহায়তা করবে।
তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে বিলিয়নিয়ার বিনিয়োগকারীরা জেলেপুর বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করে অসমের কোকরাঝাড়, চিরাং ও বঙাইগাঁও জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন।

মণিপুরের মোরে শহরে কুকি-জো সম্প্রদায়ের ক্ষোভ, রাজ্যপালকে স্মারকলিপি পেশ; আটক ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

মোরে , ৭ জুন: মণিপুরের সীমান্ত শহর মোরে-তে কুকি-জো সম্প্রদায়ের নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলি সাম্প্রতিক কিছু 'ইচ্ছামতো গ্রেফতার' ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই বিষয়ে তারা রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লার কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।
টেংনৌপাল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লেটপাও হাওকিপের মাধ্যমে এই স্মারকলিপিটি রাজ্যপালের কাছে পৌঁছানো হয়। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, কুকি-জো সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং সাসপেনশন অফ অপারেশন্স চুক্তিভুক্ত সদস্যদের প্রতি কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলির আচরণ অবিচারমূলক ও একপাক্ষিক।
বিশেষ করে সাসপেনশন অফ অপারেশন্স ক্যাডার কামগিনথাং গাংতের গ্রেফতারের বিষয়ে ক্ষোভ জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে। জাতীয় তদন্ত সংস্থা ও আসাম রাইফেলস-এর যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। সিএসও -গুলির দাবি, এই গ্রেফতার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি, ফলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির প্রতি বিশ্বাস হ্রাস পাচ্ছে।
স্মারকলিপিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে শুরু হওয়া জাতিগত সহিংসতার পর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের আচরণ দেখা যাচ্ছে। বিশেষভাবে ৫ আসাম রাইফেলস-এর লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিতিন শর্মার আচরণকে 'উস্কানিমূলক' বলে আখ্যা দিয়ে তাকে প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়েছে উত্তেজনা প্রশমনের স্বার্থে।
এই প্রতিবাদের অংশ হিসেবে মোরে শহরে ২৪ ঘণ্টার বনধ পালন করা হয়, যা ৬ জুন শেষ হয়েছে। পাশাপাশি, টেংনৌপাল জেলায় কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন-এর ডাকে শুরু হওয়া বনধ ৬ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে ৭ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
এই পরিস্থিতি কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে গভীর উদ্বেগের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

উত্তর সিকিমে ভয়াবহ ভূমিধসে রোড সংযোগ বিচ্ছিন্ন, চাতেন থেকে ৭৬ সেনা সদস্যকে এয়ারলিফট করা হয়েছে

চাতেন , ৭ জুন: টানা ভারী বর্ষণে উত্তর সিকিমে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে রোড সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চাতেন এলাকায় আটকে পড়া ৭৬ জন সেনা সদস্যকে আজ তিনটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নিরাপদে এয়ারলিফট করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে চাতেন অঞ্চলে সমন্বিত রেসকিউ মিশনের শেষ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে, রাজ্য সরকার ও সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে লাচেন, লাচুং ও চুংথাং এলাকার ১৬০০-রও বেশি পর্যটককে উদ্ধার করা হয়।
সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জানান, 'মোট ৭৬ সেনা সদস্যকে তিনটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে চাতেন থেকে পাকইয়ং গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে সরিয়ে আনা হয়েছে।'
রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'সরকার পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।'
উল্লেখ্য, ১ জুন সন্ধ্যায় চাতেনের একটি সেনা ক্যাম্পে ভূমিধসের ফলে তিন সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়, চারজন আহত হন এবং ছয়জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ সেনাদের খোঁজে এখনও অভিযান চলছে।
ভারতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী , রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী , বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন ও মঙ্গন জেলা প্রশাসন একযোগে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছে।
উদ্ধার কাজে বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার নিয়োজিত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১৪০-রও বেশি পর্যটককে আকাশপথে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
এই দুর্যোগে উত্তর সিকিমের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। রাজ্য সরকার ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

অরুণাচল প্রদেশে ভুয়া আইএলপি চক্র ফাঁস: অসম সরকারের কর্মচারী গ্রেপ্তার

ইটানগর, ৭ জুন: অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার পুলিশ এক বড় সাফল্য অর্জন করেছে। রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) যাচাই অভিযান চলাকালীন একটি ভুয়া আইএলপি চক্র ফাঁস করা হয়েছে। অভিযানে অসমের এক সরকারি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই জালিয়াতি চালিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ।
চক্রটি প্রথম ধরা পড়ে ৪ জুন, যখন ভালুকপং চেক গেটে আইএলপি যাচাইয়ের সময় পুলিশের সন্দেহ হয়। সেখানে কয়েকটি আইএলপি-তে তাওয়াং সার্কেল অফিসারের সিল ও স্বাক্ষর জাল বলে ধরা পড়ে। পরে যাচাই করে সার্কেল অফিসার নিশ্চিত করেন যে, উক্ত সিল ও স্বাক্ষর জাল।
এই ঘটনার পর ভালুকপং থানায় ভারতীয় আইন অনুযায়ী প্রতারণা ও জালিয়াতির ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয় এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় উপ-নিরীক্ষক গাগাম আজেকে।
পুলিশ তৎপরতায় একটি বিশেষ দল গঠন করে এবং ইন্সপেক্টর থুমগন তালির নেতৃত্বে অসমের তেজপুরে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযান পরিচালিত হয় বমডিলা জেলার এসপি সুধাংশু ধামা (আইপিএস) এবং সদর ডিএসপি কে. লিংগোর তত্ত্বাবধানে।
অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় আশিস ঘোষ (৩০), পিতা চন্দন ঘোষ, যিনি তেজপুরের গরোয়ানপাত্তি এলাকার বাসিন্দা। উল্লেখযোগ্যভাবে, আশিস অসম সরকারের কর্মচারী, বর্তমানে সোনিতপুর জেলার জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষে তথ্য সহকারী হিসেবে কর্মরত।
পুলিশ জানিয়েছে, আশিস ঘোষ একজন প্রশিক্ষিত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমাধারী। তিনি তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে ভুয়া আইএলপি তৈরি করতেনঅনলাইন ও অফলাইনেএবং ভালুকপং পূর্ব প্রশাসনিক সার্কেল ও তাওয়াং সার্কেল অফিসারের সিল ও স্বাক্ষর নকল করতেন।
অভিযানে তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, চারটি হার্ডডিস্ক, দশটি পেনড্রাইভ, একটি মোবাইল, নয়টি এটিএম কার্ড, চারটি চেকবই, একাধিক পাসবই এবং নগদ ১৩,০০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গত ২-৩ মাসে তিনি প্রায় ১,৩০০টিরও বেশি ভুয়া আইএলপি তৈরি করেছেন।
আশিস ঘোষকে ৫ জুন গ্রেপ্তার করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ সম্ভাব্য অন্যান্য সহযোগী এবং বৃহত্তর নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
অন্যদিকে, ৬ জুন (শুক্রবার) রাজধানী অঞ্চলের নানা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়যেমন পাপু হিলস, নাহারলাগুন, নিরজুলি এবং বান্দেরদেওয়ানাহারলাগুন পুলিশ তীব্র আইএলপি যাচাই অভিযান চালায়। এই অভিযানে মোট ২১৯ জনের কাছে বৈধ আইএলপি না থাকায় তাদের চিহ্নিত করা হয়।
নাহারলাগুনের এসপি মিহিন গাম্বো জানান, প্রত্যেককে ঘটনাস্থলেই যাচাই করা হয় এবং আইনানুগ প্রক্রিয়ায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পরে তাঁদের সকলকে রাজধানী অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নাগরিকদের উন্নত

● প্রথম পাতার পর

তুলে ধরেন। চিকিৎসায় সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা, তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর পেপারলেস হাসপাতাল গড়া, হাসপাতালে প্রশাসনিক ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ, উন্নতমানের জরুরী চিকিৎসা পরিষেবা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুক্তদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষভাবে জোড় দেওয়ার উপর এইমস"র অধিকর্তা গুরুত্বারোপ করেন।
বৈঠকে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা শঙ্কর চক্রবর্তী, এজিএমসি"র প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা) অনুপ সাহা, প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) সঞ্জীব দেববর্মা সহ এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে ফের নাবালিকা বধূ

● প্রথম পাতার পর

শ্রীরামপুর এলাকার এক নাবালিকার সাথে চন্ডিপুর ৫ নং ওয়ার্ডের এক যুবকের সাথে বিবাহ হয়েছে। এই খবর পেয়ে চাইল্ড হেল্পলাইন এবং জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট এবং কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ মিলে ওই যুবকের বাড়িতে হানা দেয়, ।পরবর্তী সময় ওই নাবালিকা যুবক সহ উভয় পক্ষের অভিভাবকদের নিয়ে আসে কৈলাসহর জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির অফিস গৃহে। অভিভাবকরা জানান প্রনয়ের সম্পর্কের জেরে , চলতি মাসের দুই তারিখ ওই নাবালিকা যুবকের বাড়িতে চলে যায়। এরপর উভয়পক্ষ আলোচনা করে ডলুগাঁও এলাকার একটি মন্দিরে গতকাল নাবালিকা ও যুবকের বিবাহ দেন।
আজ উদ্ধারকৃত ওই নাবালিকাকে কুমারঘাট সখি ওয়ান স্টপ কেন্দ্রে পাঠানো হবে এবং সোমবার ওই নাবালিকাকে উত্তর জেলার ধর্মনগর হোমে প্রেরণ করা হবে। পাশাপাশি ওই যুবকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান চাইল্ড হেল্প লাইন সুপারভাইজার বিনয় দেব। উপস্থিত ছিলেন এল সি পি ও সাগরদ্বীপ মালাকার, প্রোডাকশন অফিসার দেবব্রত দেবনাথ সহ কৈলাসহর মহিলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

রাজ্যে সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব

● প্রথম পাতার পর

নামাজ আদায় শেষ করে পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষে দেশবাসী এবং রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতেও আহবান রাখেন।
অন্যদিকে, আজ কমলপুর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আযহা অর্থাৎ বকরী ঈদ উদযাপন করা হয়। কমলপুর মহকুমার সব থেকে বড় মোহনপুর জামে মসজিদে আজ সকাল সাড়ে আটটায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ৮ থেকে ৮০ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় ঐতিহ্য ভ্রাতৃত্ব ও শান্তিপূর্ণভাবে নামাজে অংশ গ্রহন করেন। শনিবার ঈদ- উল আযহা উপলক্ষে কমলপুরের মোহনপুর জামের মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য ভোর থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ঢল নামে।
নামাজ আদায়ের পর অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক আলমাস আলী বলেন, আজ ঈদ উল আযহা ঈদ। কুরবানি ঈদ। হযরত ইব্রাহীম আত্মত্যাগের স্মরণে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব, একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। শান্তি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃপ্রতিমের জন্য এই ঈদ উদযাপন। এদিকে, কমলপুর মহকুমার গঙ্গানগর, মানিক ভান্ডার,মেথির মিয়া, দক্ষিন হালহালী, সোনারায়, লাটিয়াবিল ইত্যাদি এলাকার মসজিদ গুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ঈদ - উল - আযহা অর্থাৎ বকরী ঈদ উদযাপন করা হয়।

মাতৃমৃত্যু হ্রাসে মেঘালয়ের সাফল্য: বার্লিনে 'ক্রিয়েটিভ বুড়ইউক্রেসি ফেস্টিভ্যাল'-এ সম্মানিত

শিলং, ৭ জুন : মাতৃমৃত্যু হ্রাসে মেঘালয়ের অভিনব ও কার্যকর উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত ক্রিয়েটিভ বুড়ইউক্রেসি ফেস্টিভ্যাল -এ এই উদ্যোগকে জুরি প্রিয় হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ বলেন, "এই স্বীকৃতি শুধুমাত্র একটি পুরস্কার নয়, বরং একটি শক্তিশালী বার্তা যে, সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে কতটা গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। আমরা প্রমাণ করেছি, পরিবর্তনের শুরু হয় মানুষের প্রাধান্য দিয়ে।"
তিনি আরও বলেন, "শূন্য মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনও অনেক পথ বাকি, কিন্তু এই ধরনের স্বীকৃতি আমাদের সঠিক পথে এগিয়ে চলার প্রমাণ।"
মেঘালয়ের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ও ছড়িয়ে থাকা ৬০০০ গ্রামের জন্য বহুদিন ধরেই মাতৃমৃত্যু একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। শুধুমাত্র উপর থেকে নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বুঝে, রাজ্য সরকার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করে।
প্রথমত, প্রতিটি স্তরে আন্তঃবিভাগীয় দল গঠন করা হয় এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষদ গুলিকে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে ক্ষমতায়ন করা হয়। এতে গ্রামীণ উদ্ভাবন ও জনগণের অংশগ্রহণ বেড়ে যায়।
দ্বিতীয়ত, নিয়মিত পর্যালোচনা সভা ও মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শনের মাধ্যমে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক ও বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়।
এই উদ্যোগের ফলে বহু স্থানে কার্যকর স্থানীয় সমাধান গড়ে ওঠে। এক জেলায় দেখা যায়, বহু গর্ভবতী নারী সময়মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারছেন না। তখন স্থানীয় চিকিৎসকেরা প্রসব-পূর্ব অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্থানে থাকার ব্যবস্থা করেন। এই ধারণা পরবর্তীতে নাগরিকদের পরিচালনায় "ট্রানজিট হোম" হিসেবে রাজ্যজুড়ে সম্প্রসারিত হয়।
এই ধরনের উদ্যোগের ফলস্বরূপ ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মেঘালয়ে মাতৃমৃত্যু প্রায় ৫[illegible] শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

ক্ষুব্ধ বিএনপি ও

● প্রথম পাতার পর

করেন। বৈঠক শেষে বিএনপির বিবৃতিতে বলা হয়, 'প্রধান উপদেষ্টার ঈদের ভাষণ ঐতিহ্যবাহী উৎসবের শুভেচ্ছার বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়কে জড়িয়ে ফেলেছে, যা অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষিত তিন দফা ম্যান্ডেটের পরিপন্থী।'
স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু বলেন, '৯০ শতাংশ রাজনৈতিক দল যখন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দাবি করছে, তখন এত বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়া কীভাবে যুক্তিযুক্ত?'
বিএনপি রমজান মাস, আবহাওয়া, ও স্কুল পরীক্ষার মতো কারণ দেখিয়ে এপ্রিলের সময়সূচি খারিজ করেছে।
বিএনপি জোর দিয়ে বলেছে, 'ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচন সম্ভব। ইউনুস এই সময়সূচি পিছিয়ে দিতে কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেননি।' দলটি মনে করে, নির্বাচন পেছালে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
বিএনপি এখন দেশব্যাপী প্রচার অভিযান শুরুর পরিকল্পনা করছে। এতে জনমত গড়ে তোলা হবে যাতে নির্বাচন ডিসেম্বরেই হয়। তারা ২০টিরও বেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।
অন্যদিকে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অডিও বার্তায় ইউনুসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, 'এই সরকার বাংলাদেশের সর্বনাশ করছে। মোহাম্মদ ইউনুস আদৌ নির্বাচন করাতে চান না।'
তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'ইউনুসের শাসনে সন্ত্রাসীদের রক্ষা করা হচ্ছে। আমাদের তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশকে এই সরকারের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।'
আওয়ামী লীগ, যাকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ইউনুসের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। দলটির দাবি, ইউনুস সরকার বিদেশী স্বার্থকে দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিচ্ছে এবং দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।
বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির পার্থক্য দেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক রূপরেখাকে ঘিরে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ভুটানের গেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি

● আটের পাতার পর

অফ টেকনোলজি, গুয়াহাটি এবং কামরূপ জেলার হাজোতে অবস্থিত হযগ্রীব মাধব মন্দির পরিদর্শন করবে। রবিবার তাঁরা অসম রাজ্য চিড়িয়াখানা ও উদ্ভিদ উদ্যান, উমানন্দা বা পিকক দ্বীপ, গুয়াহাটি টি-অকশন সেন্টার এবং রয়্যাল ভুটান কনসাল জেনারেলের অফিস সফর করবেন। সোমবার প্রতিনিধি দলটি মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ১০ জুন, তাঁরা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে বৈঠক করবেন। একই দিনে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ মহাপরিচালক এবং কেন্দ্রীয় জিএসটি , কেন্দ্রীয় আবগারি ও শুল্ক দপ্তরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্য কমিশনারের সঙ্গেও আলোচনা হবে।
১১ জুন, প্রতিনিধি দল কামাখ্যা মন্দির, পান্ডু বন্দর এবং রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করবে। এরপর ১২ জুন তাঁরা ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।
উল্লেখযোগ্য যে, গেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি হল ভুটানের এক বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল, যা অসমের সীমানা সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এই উদ্ভাবনী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানসিক শান্তি, সমন্বিত জীবনযাপন ও পরিবেশবান্ধবতা নিশ্চিত করা।
গত বছর ডিসেম্বর মাসে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভুটান সফর করেছিলেন এবং সেখানে জিএমসি প্রকল্পের রূপায়ণ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করেন। এই সফরের মাধ্যমেই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও মজবুত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

১২ গ্রাম হেরোইন সহ আটক দুই

● আটের পাতার পর

পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম. দামছড়া-পানিসাগর সড়কে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে একটি মোটর বাইকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১২ গ্রাম হেরোইন ও নগদ ৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ফের আগরতলা রেল

● আটের পাতার পর

করেছেন। ধৃত বাংলাদেশীর নাম শ্যামল চন্দ্র বর্মন(২৩), বাড়ি গাইবান্ধা, বাংলাদেশ। তাকে সহায়তা করে ভারতীয় টাউট অভিজিত সরকার,(৩২),বাড়ি তৃষা বাড়ি তেলিয়ামুড়া। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, আগরতলা রেলস্টেশনকে ব্যবহার করে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার জন্য এসেছিল।

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ-১১ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতার আজ সমাপ্তি, খেতাবের লক্ষ্যে ৫ দাবাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দাবার শীর্ষে রয়েছে ৫ জন দাবাড়ু। খেতাবের লক্ষ্যে এগিয়ে প্রত্যেকই। বালক বিভাগে ৪ জন এবং বালিকা বিভাগে ১ জন দাবাড়ু। দুদিন ব্যাপী অনূর্ধ ১১ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আজ, শনিবার থেকে। আগামীকাল (রবিবার) তার সমাপ্তি। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে এন এস আর সি সি-র দাবা হল-এ শুরু হয়েছে আসর। বালিকা বিভাগের প্রথম দিনে তিন রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিন রাউন্ড শেষে প্রত্যাশিতভাবেই পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস।

আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নাভিয়া দে এবং অদ্রিজা সাহা। দুই পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আড্ডা দেও, অবন্তিকা চক্রবর্তী এবং শিবাদ্রিতা দেবনাথ। বালিকা বিভাগের ১৬জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। বালক বিভাগে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে চারজন দাবাড়ু। ওই চারজন হল অন্তরীপ আচার্য্য, পীতাম্বর দেবনাথ, শুভায়ন দাস এবং রোহিল সাহা। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সৌরণীল দত্ত। বালক বিভাগেও আজ প্রথম দিন ৩ রাউন্ডের খেলা হয়।

ওই বিভাগে মোট ৩৬ জন দাবাড়ু অংশ নেয়।

যা দীর্ঘ কয়েক বছরের হিসেবে সর্বাধিক। আগামীকাল (রবিবার) শেষ দুই রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ, যুগ্ম সচিব কিরীটি দত্ত এবং কোষাধক্ষ্য ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করছেন আরবিট্রার মিট গোপ। দীর্ঘ বছর পর রেকর্ড সংখ্যক সাব জুনিয়র দাবারুদের উপস্থিতিতে অনূর্ধ ১১ বালক বালিকাদের দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

বি ডিভিশন ফুটবল শুরু আজ, উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। উদ্বোধনী দিনে আগামীকাল ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায়, নৈশালকে। ঐকতান যুব সংস্থা বনাম স্কাইলার্ক ক্লাবের খেলা। তবে পরবর্তী তিন দিন বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে পরপর তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১২ জুন টুনামেন্টের পঞ্চম দিনে সুচি অনুযায়ী দুটি ম্যাচ আয়োজনের উদ্যোগ রয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বি-ডিভিশন তথা দ্বিতীয় ডিভিশনের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামীকাল (রবিবার)। নৈশালোকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ম্যাচ শুরুর আগে আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডাক্তার মানিক সাহা। সঙ্গে থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক অমিত চৌধুরী প্রমুখ। এ বছর ফুটবলের স্বার্থে দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলাগুলি স্পন্সর করেছেন হোটেল সোনার তরী। বি-ডিভিশন লীগ ফুটবল আসরে দশটি দলের মধ্যে নয়টি দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে গত বছরের সি-ডিভিশন অর্থাৎ তৃতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন দল শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা এবং গত বছরের বি-ডিভিশনের রানার্সআপ স্কাইলার্ক ক্লাব। ঘরোয়া সি ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর আসন্ন দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে ক্রীড়া মহলে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে। উদ্যোক্তা টিএফএ-র পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে ফুটবলপ্রেমীরা মাঠ মুখো হবেন এবং প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করবেন। উল্লেখ্য ৯ জুন, বিকেল সাড়ে তিনটায় দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাক ক্লাব খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে। ১০ জুন নবোদয় সংঘ ও ত্রিবেণী সংঘের খেলা। ১১ জুন সরোজ সংঘ খেলবে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে। ১২ জুন, বিকেল সাড়ে তিনটায়, দিনের প্রথম খেলায় বীরেন্দ্র ক্লাব ও ঐকতান যুব সংস্থা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোকে দ্বিতীয় ম্যাচে স্কাইলার্ক ক্লাব খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে।

স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা ২২ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২২ জুন অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করবেন ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হলে, আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো গ্রহণ করা হবে। এর আগে একদিন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে আজ, শনিবার ক্লাবের কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে তা স্থির হয়েছে। এদিকে, সাধারণ সভার আগে সদস্যদের নিজ নিজ চাঁদা সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। টিএসজেসি-র সম্পাদক অনির্বাণ দেব এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

বি ডিভিশনে মৌচাক ক্লাবের ফুটবলারদের জার্সি স্পন্সর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আয়োজিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। এবার শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল রবিবার গেল বছরের তৃতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন ঐকতান যুব সংস্থা ও স্কাইলার্ক ক্লাবের নৈশকালীন ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বি ডিভিশন ফুটবলের লড়াই। ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণকারী দলগুলি টুর্নামেন্টে ভালো খেলা প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করেছে প্রস্তুতি। দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে যাওয়া ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো বড়দোয়ালী মৌচাক ক্লাব। শহরের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে এবছর রাজ্যের ও বহির রাজ্যের এক ঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে এবছর দল গঠন করেছে মৌচাক। শনিবার ক্লাব গৃহে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা হয় দলের ফুটবলারদের নতুন জার্সি। আর এই জার্সি স্পন্সর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী ও স্থানীয় কর্পোরেটর শম্পা সেন চৌধুরী সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন ক্লাবের সম্পাদক শ্রী চৌধুরী বলেন, টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হওয়াটাই মৌচাকের লক্ষ্য নয়। ক্লাবের একমাত্র লক্ষ্য ফুটবলপ্রেমীদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়া। দলের প্রশিক্ষক ও ম্যানেজার অক্লান্ত চেষ্টা করছে মৌচাক ক্লাবের ঐতিহ্য বজায় রাখতে। প্রশিক্ষক রাজু লামার তত্ত্বাবধানে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে ফুটবলাররা।

চলতি মাসের শেষ দিকে রাজ্যভিত্তিক জুডো আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সামনেই অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক জুডো প্রতিযোগিতা। এছাড়া আগামী অক্টোবর মাসে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে উত্তর পূর্ব ক্রীড়ার জুডো আসর। গুরুত্বপূর্ণ এই দুটির প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির প্রাক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে এবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন অল ত্রিপুরা জুডো এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার দুপুরে আগরতলা এনএসআরসিসির জুডো কনফারেন্স হলে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে দুটি প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয় চলতি মাসের শেষ দিকে আগরতলা এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ। এবারের এই চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হবে মাস্টার্স জুডো। তাতে ৩০ বছরের উর্ধে জুডোকাররা অংশগ্রহণ করতে পারবে। রাজ্য আসরের আগে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে শেষ করা হবে জেলা ভিত্তিক আসর। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় উত্তর-পূর্ব ক্রীড়ার জুডো আসরে ত্রিপুরা যাতে ভালো ফলাফল করতে পারে তার জন্য জুডো এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। এর জন্য মাস্টার প্ল্যান নিয়েই কাজ করছে এসোসিয়েশন।

দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলার ১৩ বছর পর অবসর ভারতীয় ক্রিকেটারের, জিতেছেন দু'টি বিশ্বকাপ, আইপিএলও

দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ১৩ বছর আগে। তার পর চুটিয়ে আইপিএল, ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও ভারতের জার্সি আর গায়ে পরা হয়নি। সেই পীযূষ চাওলা শুক্রবার সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টের সাহায্যে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। চাওলা লিখেছেন, "মাঠে দু'দশকেরও বেশি সময় কাটানোর পর, সুন্দর খেলাটাকে এ বার বিদায় জানানোর সময় চলে এসেছে। ক্রিজ ছেড়ে চলে গেলেও ক্রিকেট সারাজীবন আমার মধ্যে বেঁচে থাকবে। এ বার সময় এসেছে একটা নতুন যাত্রার। ক্রিকেট থেকে পাওয়া শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।"

২০০৭-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১-এর এক দিনের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন চাওলা।

দেশের হয়ে তিনটি টেস্ট, ২৫টি এক দিনের ম্যাচ এবং সাতটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সব মিলিয়ে ৪৩টি উইকেট নিয়েছেন। চাওলা লিখেছেন, "দেশের হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্রিকেট খেলা এবং ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ এক দিনের বিশ্বকাপের দলে থাকা, এই যাত্রাপথের প্রতিটা মুহূর্তই আমার কাছে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্মৃতি সারাজীবন হৃদয়ে থাকবে।" বিদায় বেলায় কোচ, আইপিএল দলগুলিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন চাওলা। লিখেছেন, "আইপিএলে যে দলগুলোর হয়ে খেলেছেন, সেই পঞ্জাব কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে অনেক ধন্যবাদ। আমার ক্রিকেটজীবনে একটা বিশেষ অধ্যায় হয়ে থেকে যাবে আইপিএল। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি।" কেকেআরের হয়ে ২০১৪ সালের আইপিএল জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ১৫ বছর বয়সে। উত্তরপ্রদেশের হয়ে অনূর্ধ-১৯ এবং অনূর্ধ-২২ দলেও খেলেছেন। ২০০৫-০৬ মরসুমে চ্যালেঞ্জার সিরিজে প্রথম নজরে আসেন সচিন তেন্ডুলকরকে একটি গুগলিতে আউট করে। ১৭ বছরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ১০০০-এর বেশি উইকেট রয়েছে তাঁর।

কোহলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের, পদপিষ্টকাণ্ডে দায়ী করা হল বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন অধিনায়ককে, কে অভিযোগ করলেন

বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর জন্য কোহলিকেই দায়ী করে অভিযোগ করা হয়েছে থানায়। স্থানীয় সমাজকর্মী এইচএম বেঙ্কটেশ অভিযোগ দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, বুধবার বেঙ্গালুরুতে আরসিবি-র আইপিএল উৎসবে শামিল হতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। কর্নাটকের শিবমোগা জেলার সমাজকর্মী বেঙ্কটেশ অভিযোগ দায়ের করেছেন বেঙ্গালুরুর কাবন পার্ক থানায়। তিনি জানিয়েছেন, কোহলির জন্যই স্টেডিয়ামের বাইরে অত সমর্থক হাজির হয়েছিলেন! পদপিষ্ট হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেও কেন উৎসব চালিয়ে যাওয়া হল, তা-ও জানতে চেয়েছেন তিনি। কাবন পার্ক থানার তরফে জানানো হয়েছে, বেঙ্কটেশের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলার সময় এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হবে। এখনই কোহলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। শোনা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের পরেই স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা এবং সন্তানদের নিয়ে লন্ডনের বাড়িতে চলে গিয়েছেন কোহলি। আরসিবি (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), বিজয়োৎসবের দায়িত্বে থাকা ডিএনএ এন্টারটেনমেন্ট, কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেএসসিএ) বিরুদ্ধে স্বতঃ প্রণোদিত এফআইআর দায়ের করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। গ্রেফতারির আশঙ্কা করেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কর্নাটক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা। সেই মামলায় শুক্রবার বিচারপতি এসআর কৃষ্ণ কুমার নির্দেশ দেন, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। কর্নাটক ক্রিকেট বোর্ডের যে সব আধিকারিক এই মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদেরও আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন বিচারপতি। তাঁর আরও নির্দেশ, বোর্ডের আধিকারিকদের তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে সাসপেন্ড করে দিয়েছেন। সাসপেন্ড করা হয়েছে পুলিশের একাধিক শীর্ষ কর্তাকে। বৃহস্পতিবারই তিনি জানিয়েছিলেন, আরসিবি এবং কেএসসিএ কর্তাদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সরকার।

টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৯ দিনের সামার কোচিং ক্যাম্প শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও ৭ থেকে ১৫ জুন, নয় দিন ব্যাপি সামার টেনিস কোচিং ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে।

আজ, শনিবার সকাল ৮টায় এই সামার কোচিং ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি বিধান রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা ও চিন্ময় দেববর্মী, কোচ অবিনাশ সাহা, ফিটনেস ট্রেইনার সম্পা লস্কর সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে ৫টা পর্য্যন্ত দুই বেলায় চলবে এই ক্যাম্প। এই সামার ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যের তরুণ টেনিস খেলোয়াড়রা আরও বেশি উজ্জীবিত হবে। তার পাশাপাশি নতুন কিছু শিখবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসবে এই প্রত্যাশা করছে ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সামার কোচিং ক্যাম্প সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

ফরাসি ওপেনে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন জোকোভিচ? নাদালের পায়ের ছাপের ছবি তুলে রাখলেন আলকারাজ

ইয়ানিক সিনারের বিরুদ্ধে হেরে টেনিস ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন নোভাক জোকোভিচ। ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। আর কখনও লাল সুরকির কোর্টে ফিরবেন কি না জানেন না জোকোভিচ। শুক্রবার রাতে ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের লড়াইশেষে হার মানেন জোকোভিচ। বিশ্বের এক নম্বর সিনারের বিরুদ্ধে হেরে এ বারের ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিতে হয় তাঁকে। সেই ম্যাচ শেষে জোকোভিচ যে ভাবে দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন, তাতেই তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত ছিল। পরে জোকোভিচ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "এখানে আমার খেলা শেষ ম্যাচ হয়তো এটা। জানি না আমি আর এখানে খেলতে আসতে পারব কি না। সেই কারণেই ম্যাচশেষে আবেগ গ্রাস করেছিল। যদি রোলঁ গারজেঁ এটাই আমার শেষ ম্যাচ হয়ে থাকে, তা হলে সেটা খুবই ভাল একটা ম্যাচ ছিল। সমর্থকদের যে ভালবাসা পেয়েছি, তা অসাধারণ।" জোকোভিচ কি আর খেলবেন? তিনি বলেন, "আমি কি আরও খেলতে চাই? হ্যাঁ, আমি চাই। কিন্তু এক বছরের মধ্যে আমি আবার এখানে ফিরতে পারব? জানি না। এই মুহূর্তে এইটুকুই বলতে পারব।"২০২৩ সালে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন জোকোভিচ। তার পর থেকে আর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি তিনি। গত বছর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠলেও কার্লোস আলকারাজের বিরুদ্ধে হেরে যান। পরে প্যারিস অলিম্পিক্সে তাঁকে হারিয়েই সোনা জিতেছিলেন জোকোভিচ। সেই ম্যাচটি ফিলিপ শঁতিয়ে কোর্টেই হয়েছিল। যে কোর্টে তিনি শুক্রবার সিনারের বিরুদ্ধে হেরে গেলেন। শুক্রবার ফাইনালে ওঠেন আলকারাজও। তিনি হারিয়ে দেন লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে। সেই ম্যাচের আগে আলকারাজ সম্মান জানালেন রাফায়েল নাদালকে। স্পেনের টেনিস তারকা ১৪ বার ফরাসি ওপেন জিতেছিলেন। ফিলিপ শঁতিয়ে কোর্টে তাঁর পায়ের ছাপ রেখে সম্মান জানিয়েছিলেন ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সেই পায়ের ছাপের ছবি তুলে রাখেন আলকারাজ। ম্যাচের সময় যদিও সে সব নিয়ে ভাবেননি তিনি। মুসেত্তির বিরুদ্ধে যদিও বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলেন প্রথম দিকে। পরে মুসেত্তি ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় ফাইনালে ওঠেন আলকারাজ। রবিবার সিনারের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি।

ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় জোকোভিচের, স্ট্রেট সেটে নোভাককে উড়িয়ে ফাইনালে আলকারাজের সামনে সিনার

ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালেই বিদায় নিলেন নোভাক জোকোভিচ। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের কাছে হারলেন স্ট্রেট সেটে। খেলার ফল সিনারের পক্ষে ৬-৪, ৭-৫, ৭-৬। আগামী রবিবার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি হবেন বিশ্বের এক নম্বর সিনার এবং দু'নম্বর কার্লোস আলকারাজ। স্পেনীয় খেলোয়াড় আলকারাজ গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এ বার নামবেন সুরকির কোর্টে নিজের খেতাব ধরে রাখতে। ফরাসি ওপেনের অন্যতম সেরা ম্যাচ হিসাবে ধরা হচ্ছিল সিনার এবং জোকোভিচের লড়াইকে। গত ম্যাচ জুড়ে দর্শকেরা দেখতে পেলেন উচ্চমানের টেনিস। দুই খেলোয়াড়ই বুদ্ধি দিয়ে একে অপরকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে, শেষের দিকে বয়সের ছাপ একটু হলেও ধরা পড়ল জোকোভিচের খেলায়। ২৫ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম পাওয়ার জন্য তাঁর অপেক্ষা আরও বাড়ল। বেসলাইন থেকে সিনার জড়ালো এবং নিখুঁত শট ছাড়াও শক্তিশালী সার্ভের কোনও জবাব ছিল না জোকোভিচের কাছে। স্কোরলাইন দেখে ম্যাচটি একপেশে মনে হলেও উত্তেজনা কিছু কম ছিল না। ২০২১ সালের পর প্রথম বার সুরকির কোর্টে মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দুই খেলোয়াড়। তবে, তৃতীয় সেটে ৫-৪ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেননি সার্বিয়ার খেলোয়াড়। প্রথম সেটে বেসলাইন থেকে একের পর এক শট খেলে জোকোভিচকে চাপে ফেলে দেন সিনার। পঞ্চম গেমে এই প্রথম বার ব্রেক করে দেন জোকোভিচকে। প্রথম সেটে নিজের সার্ভিসে মাত্র তিন বার পয়েন্ট খুয়িয়েছেন সিনার। আরও একবার জোকোভিচের সার্ভিস ব্রেক হয়ে যেত। তবে, সে যাত্রায় দু'টি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচিয়ে দেন জোকোভিচ। সিনারের গ্রাউন্ড স্ট্রোকের মোকাবিলা করতে ড্রপ শট খেলে বিপক্ষের ছন্দ নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন জোকোভিচ। তবে, আগের ম্যাচে আলেকজান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে যে কৌশলে তিনি সফল হয়েছিলেন, তা এ দিন সিনারের ক্ষেত্রে কাজে লাগেনি।

রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় একেবারেই খুশি হননি পরিবারের এক জন, জানালেন সদ্য প্রাক্তন অধিনায়ক নিজেই

গত মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই সরে দাঁড়িয়েছেন। লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছেলে অবসর নেওয়ায় খুশি হতে পারেননি রোহিতের বাবা গুরুনাথ শর্মা। কারণ লাল বলের খেলাই তাঁর কাছে আসল ক্রিকেট। চেতেশ্বর পুজারার স্ত্রী পূজার লেখা একটি বইপ্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রোহিত জানিয়েছেন, অতীতে বহু বার বাবার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। তবে রোহিত টেস্ট খেলা ছেড়ে দেওয়ায় গুরুনাথ খুশি হতে পারেননি। রোহিতের কথায়, "লাল বলের ক্রিকেটে বাবা আমার অনেক খেলা দেখেছেন। টেস্ট ক্রিকেট ওঁর খুব প্রিয়। তাই আমি অবসর ঘোষণা করার পর খুব হতাশ হয়েছিলেন। তবে একই সঙ্গে খুশিও হয়েছিলেন। এটাই আমার বাবার গুণ। আমার বেড়ে ওঠার নেপথ্যে ওঁর অবদান কতটা সেটা বলে বোঝানো যাবে না। বাবা-মায়ের সাহায্য ছাড়া কোনও দিন এত দূর আসতে পারতাম না। রোহিতের বাবা টেস্ট এতটাই ভালবাসেন যে এক দিনের ক্রিকেটে ছেলের বিশ্বরেকর্ডেও খুশি হননি খুব একটা। রোহিতের কথায়, "উনি অনেক দিন থেকে টেস্ট ক্রিকেটের সমর্থক। আধুনিক ক্রিকেট ওঁর ভাল লাগে না। আমার মনে আছে, যে দিন এক দিনের ক্রিকেটে ২৬৪ রান করেছিলাম, উনি খুব একটা উত্তেজিত হননি। বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, ভাল খেলেছ'।

কোনও উত্তেজনা দেখিনি ওঁর মধ্যে।" ভারতের হয়ে ৬৭টি টেস্ট খেলেছেন রোহিত। ৪৩০১ রান করেছেন। সম্প্রতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে ১৫ ইনিংসে ৪১৮ রান করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটে আবার ফিরছে সৌরভ-রাইট যুগ, ২২ বছর আগের ফিটনেস কোচকে আনছেন গম্ভীর

ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন আদ্রিয়ান লে রক্সের। দক্ষিণ আফ্রিকান স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ এর আগেও ভারতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময় ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন জন রাইট এবং অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই সময় তাঁর সবে ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল। ২০০২ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ভারতীয় দলের দায়িত্ব ছিল আদ্রিয়ানের কাঁধে। সেই সময় দলের ক্রিকেটারদের ফিটনেস বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিয়েছিলেন তিনি। এ বার আদ্রিয়ানকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে একই লক্ষ্যে। কিছু দিন আগে সোহম দেসাইকে ছেঁটে ফেলেছিল ভারত। সেই জায়গায় আদ্রিয়ানকে নিল বিসিসিআই। আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের দলে ছিলেন আদ্রিয়ান। ফাইনালে হেরে যায় তাঁর দল। তার পরেই আদ্রিয়ানকে ভারতীয় দলে নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। নতুন দায়িত্ব নিয়ে আদ্রিয়ান বলেন, "পঞ্জাবের সঙ্গে ছ'বছরের সম্পর্ক শেষ হল। এই বছর আমরা ফাইনালে উঠেছি। একটুর জন্য জিততে পারিনি। তার জন্য দুঃখ রয়েছে। তবে দারুণ একটা সময় কাটিয়েছি। এ বার ভারতীয় দলে নতুন ভূমিকায় যোগ দিতে চলেছি। পঞ্জাব কিংস সঠিক লোকের হাতে আছে। আমি তাতেই খুশি। আবার দেখা হবে।" আদ্রিয়ান একজন স্পোর্টস বিজ্ঞানী। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে ছিলেন ২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত। আইপিএলে পঞ্জাব কিংস ছাড়াও তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের দায়িত্বে ছিলেন। ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কেকেআরে ছিলেন আদ্রিয়ান। গম্ভীরের নেতৃত্বে সেই সময় দু'বার আইপিএল জিতেছিল কেকেআর।

সেরা জোনাল কেভিকে পুরস্কার ২০২৫' পেল ধলাই, অভিনন্দন জানালেন কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের ইতিহাসে যুক্ত হল এক নতুন গৌরব। দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার 'সেরা জোনাল কেভিকে পুরস্কার ২০২৫' পেল রাজ্যের ধলাই জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে ধলাই)। এই বিরল সম্মান প্রদান করেছে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস , যা দেশের কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ মঞ্চগুলির একটি। এই সাফল্য রাজ্যের জন্য যেমন গর্বের, তেমনি এটি সম্ভব হয়েছে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির প্রতি নিরবিচার অনুপ্রেরণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ফলে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম অনগ্রসর জেলা ধলাই। যেখানে একসময় কৃষি ছিল শুধুই জীবিকানির্ভর, আজ তা বিজ্ঞাননির্ভর ও উদ্যোগভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এই রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে কেভিকে ধলাই, যা ৫ জুন, ২০২৫ তারিখে, নতুন দিল্লিতে ঁ্ঁছ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতের সেরা জোনাল কেভিকেদের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে সম্মানিত হয়। পুরস্কারটি গ্রহণ করেন কেভিকে ধলাই-এর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও প্রধান, ড. অভিজিৎ দেবনাথ। সর্বভারতীয় এই পুরস্কার অর্জনের জন্য কমপক্ষে ১০ বছরের কার্যকরী অভিজ্ঞতা আবশ্যক। পূর্বে পুরস্কার পেলে ৫ বছরের বিরতির নিয়মও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট-এর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী বিগত ৫ বছরের কাজ বিশ্লেষণ করে নির্বাচিত করে ধলাই-এর এই প্রতিষ্ঠানকে।

মূল্যায়ন করা হয়েছে ---- কৃষকদের আয় ও জীবনমান বৃদ্ধির উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, যুব ও নারীদের ক্ষমতায়ন, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ, বহিরাগত অর্থায়ন ও ফান্ডের দক্ষ ব্যবহার এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী, চ্ঞ্জ ও এনজিও-র সঙ্গে সমন্বয় ন

ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সাফল্যের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে উঠে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের কৃষি নীতি বিজ্ঞানভিত্তিক, কৃষক-কেন্দ্রিক ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে। তিনি বারবারই বলে এসেছেন কৃষিকে শুধু জীবিকা নয়, উন্নয়নের স্তম্ভ হিসেবে ভাবতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকের সরাসরি সংযোগ হল ত্রিপুরার কৃষির ভবিষ্যৎ। মন্ত্রী হিসেবে তিনি কেভিকে ধলাই-এর মতো সংস্থাগুলির প্রতি দৃঢ় প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করেছেন। পরিকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগ এবং সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি সংস্থাটিকে একটি কেন্দ্রীয় উদাহরণে রূপান্তর করেছেন।

কেভিকে ধলাই-র উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে রয়েছে উপজাতি ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ ন উচ্চ ফলনশীল ফসল ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ পশুপালন, মৎস্যচাষ, মৌচাষে বহুমুখী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা ন নারীদের কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত করা ও গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগ ন ডিজিটাল কৃষি ও মোবাইল অ্যাপে কৃষি-পরামর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং উত্রন্তদ্রনন্তুদ্রত্তুদ্রত্ম ও বাইরের সংস্থার অর্থায়নে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ন ঁ্ঁছ-এর এই পুরস্কারের আগে কেভিকে ধলাই সম্মান পেয়েছে ঁজ্জ ঙাদ্রত্তজেঙ্ঘ — জজ্টজ, নতুন দিল্লি, জজ্জছট্ট, বেঙ্গালুরু ন এগুলি প্রমাণ করে যে সংস্থাটি শুধু স্থানীয় পর্যায়ে নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরেও স্বীকৃত। কেভিকে ধলাই শুধু কৃষি চর্চা নয়, গড়ে তুলেছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল, যেখানে স্থানীয় ছ্ছও, চ্ঞ্জ, পঞ্চায়েত, যুব সংঘ ও ঁওঞ্জ-এর সঙ্গে মিলিতভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা হয়। মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই মডেলকে উৎসাহ দিয়েছেন, যাতে কৃষির প্রতিটি স্তরে একজোট হয়ে কাজ করার সংস্কৃতি তৈরি হয়। ৫ জুন, ২০২৫এই দিনটি কেবল কেভিকে ধলাই-এর জন্য নয়, সমগ্র ত্রিপুরার জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। এটি প্রমাণ করে, সীমিত অবকাঠামো সত্ত্বেও যদি নেতৃত্বে থাকে দূরদৃষ্টি, নীতিতে থাকে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং প্রয়োগে থাকে আন্তরিকতা, তবে যেকোনো পিছিয়ে থাকা জেলা হতে পারে দেশের কৃষি-আলোকস্তম্ভ। আর এই আলোকবর্তিকা জ্বালাতে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি মন্ত্রী রতন লাল নাথযাঁর দিকনির্দেশনায় রাজ্যের কৃষি আজ জাতীয় মানচিত্রে উদ্ভাসিত।

মৌচাক ক্লাবের জার্সি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ জুন : বি ডিভিশন ফুটবল খেলা শুরুর আগে মৌচাক ক্লাবের জার্সি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। বি ডিভিশন ফুটবল লিগে আবারো অংশ নিচ্ছে রাজ্যের অন্যতম ক্লাব মৌচাক।

বিডিভিশন লিগ ফুটবলে যে সমস্ত খেলোয়ার অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য আজ জার্সি প্রদান করা হয়। খেলাধুলার মানোন্নোয়নে এলাকার কর্পোরেটর এই জার্সি গুলি প্রদান করেছেন।

জার্সি প্রদান উপলক্ষে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মৌচাক ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান বিগত ৫০ বছর ধরে এই ক্লাব ফুটবল খেলা সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। খেলায় চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হওয়াই তাদের প্রধান লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হলো ফুটবলপ্রেমীদের আনন্দ প্রদান করা। তারা জানান রাজ্যের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বহির রাজ্যের খেলোয়াড়দেরকেও দলে শামিল করা হয়েছে। মাঠে এসে মৌচাক ক্লাবের খেলা উপভোগ করার জন্য ফুটবলপ্রেমী প্রত্যেকের কাছে ক্লাবের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

তারা আরো জানান মৌচাক ক্লাব মাঠে শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাদের খেলা উপহার দিয়ে থাকে। এটাই তাদের প্রধান ঐতিহ্য বলেও তারা দাবি করেন।

মাছ ধরতে গিয়ে ইটভাট্টার গর্তে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু দুই নাবালিকার

আগরতলা, ৭ জুন : মাছ ধরতে গিয়ে সিমনায় ইটভাট্টার গর্তে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই নাবালিকার। একজনের নাম লক্ষী এবং অপরজনের নাম মানবি। লক্ষীর বয়স ১৪ বছর এবং মানবীর বয়স ১১ বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ লক্ষী ও মানবী দুই বোন মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে গিয়ে সিমলার ইটভাট্টায় গর্তে পড়ে যায় দুই বোন। সেই গর্তের জল থেকে তারা আর উঠে আসতে পারেনি। ইটভাটার গর্তের জলে ডুবে দুজনেরই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন এবং পরিবারের লোকজনদের ঘটনা জানান। সেখান থেকে তারা দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ময়না তদন্তের পর আজ মৃতদেহ দুটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জলে ডুবে দুই নাবালিকা বনের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

১২ গ্রাম হেরোইন সহ আটক দুই

আগরতলা, ৭ জুন : নেশা বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দামছড়া থানার পুলিশ। অভিযানে ১২ গ্রাম হেরোইন ও নগদ ৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে দামছড়া থানায় খবর আসে বাইকে করে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করা হবে। সে খবরের ভিত্তিতে ওসি সঞ্জয় মজুমদার,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোটি কোটি অর্থ রাশির অপচয়, ধ্বসে পড়ছে উদয়পুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি ওয়াল

আগরতলা, ৭ জুন : ধ্বসে পড়ছে উদয়পুর রেল স্টেশনের বাউন্ডারি ওয়ালের একটা বিরাট অংশ। সবে মাত্র নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছিল। এর মাঝেই শনিবার উদয়পুরবাসী প্রত্যক্ষ করল অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অন্তর্গত উদয়পুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি ওয়ালের একটা বিরাট অংশ আচমকা গুড়িয়ে গেল।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের ৫০৮টি রেলস্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতাধীন করার ঘোষণা দেন। এই মর্মে প্রায় ২৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অমৃত ধার স্টেশন এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি রেল স্টেশনকে বহির্বিশ্বের সাথে টেক্কা দিয়ে উন্নততর অত্যাধুনিক, বিলাসবহুল এবং বিনোদনময় রেলস্টেশন গড়ে তোলা। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অন্তর্গত হয় ত্রিপুরার ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর রেলস্টেশন। এর জন্য ৯৬. ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উদয়পুর রেলস্টেশনের জন্য প্রায় ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। উদয়পুর রেলস্টেশনের চারপাশে সুপরিকল্পিতভাবে অত্যাধুনিক প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করার কথা।

পাশাপাশি এক দুটো ওভারশেঠ এবং ওভারব্রিজও নির্মাণ করার কথা।

উদয়পুরবাসী ভেবেছিল এবার উদয়পুর রেলস্টেশন একটি অত্যাধুনিক এবং বিশ্বমানের রেল স্টেশন গড়ে উঠবে। কেননা গোটা দেশ এবং রাজ্যের পাশাপাশি উদয়পুরবাসীও একসময় লক্ষ করেছিল অমৃত ভারত স্টেশন মহোৎসব। সেই সময় উদয়পুরবাসীর চোখে মুখে অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু হায়! সেই প্রত্যাশা জলে ডুবিয়ে দিল ঠিকাদাররা এবং দপ্তরের অচেতন কর্তারা। এমনটাই অভিযোগ উদয়পুরবাসীর। শনিবার আচমকা বাউন্ডারি ওয়ালের একটা বড় অংশ ভেঙে পড়ে যায়। ঠিকাদার হিরন্ময় দাস এবং পুরো কায়স্থ বাবুর ম্যানেজার গণেশ মিত্র জানান, এটি একটি বন্যা জনিত দুর্ঘটনা। কিন্তু এমন বন্যা তো উদয়পুরবাসী লক্ষ্য করেনি যে, শক্তপোক্ত বাউন্ডারি ওয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

জেলাভিত্তিক ভীস্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা শুরু

আগরতলা, ৭ জুন ; জেলাভিত্তিক ভীস্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কৈলাশহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। শনিবার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে রাজ্যের ৮টি জেলার সাথে তাল মিলিয়ে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ভীস্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এখানে ৬টি স্কুল ও ২টি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে।

এই শিশু নাটক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব, ডি. সি.এম মতিরঞ্জন দেববর্মা, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী বিমল কর, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলা শিক্ষা অধিকারী শ্রী প্রশান্ত কিলিকদার সহ আরো অনেকেই। এখানে প্রত্যেক দলকে ট্রফি দেওয়া হবে। সাথে প্রথম স্থান পাওয়া দলটি রাজ্য স্তরে যাবে।

ফের আগরতলা রেল স্টেশনে বাংলাদেশী সহ ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ৭ জুন : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী সহ একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে এক বাংলাদেশী নাগরিক এবং এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দালালের মাধ্যমকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন দুইজন আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক নিয়ম নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ৭ জুন: সঞ্জীবনী সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে শনিবার আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনীতে ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ। অনেকেই পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। পথ দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে তাতে মানুষ সঠিকভাবে সচেতন হচ্ছে না। আবার অনেকে জেনেশুনেও ট্রাফিক রুলস মানছে না। স্বাভাবিক কারণেই রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা জনগণকে ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে সচেতন করতে প্রতিনিয়তই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করে চলেছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই সঞ্জীবনী সামাজিক সংস্থা শনিবার আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনীতে জনগণকে সচেতন করতে এক কর্মসূচি পালন করে। সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা পথ চলতে জনগণ বাইক চালক ও যানবাহন চালকদের ট্রাফিক রুলস মেনে চলার জন্য সচেতন করেন।

তারা প্রত্যেককে বুঝাতে চেষ্টা করেন ট্রাফিক রুলস মেনে বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরিধান করতে হবে। সহ যাত্রীর মাথায়ও হেলমেট থাকা আবশ্যক। যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে সিট বেল্ট বেঁধে যানবাহন চালাতে হবে। অত্যধিক গতিবেগে যানবাহন চলাচল করা যাবে না।

যানবাহন চালকদের পাশাপাশি পথ চলতে মানুষজন কেউ পথ চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এসব নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চললেই পথ দুর্ঘটনা অনেকটাই হ্রাস করা যাবে বলে মনে করেন সঞ্জীবনী সামাজিক সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা। এজন্য তারা প্রত্যেকের কাছে ট্রাফিক রুলস সঠিকভাবে মেনে চলাচল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে উত্তেজনা গণধোলাই

আগরতলা, ৭ জুন : প্রাক্তন বিধায়কের বাসভবনের সামনে থেকে গাড়ি চুরি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার এক চোর। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলো আরও এক চোর। অভিযুক্ত চোরকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করলো টাকারজলা থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত চোরের নাম তাপস দেববর্মা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে টিআর০৭এ০৫৭১ নম্বরে একটি গাড়ি নিয়ে জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত শ্যামনগর প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার বাসভবনের সামনে রাবার শিট চুরি করতে যায় তাপস দেববর্মার সহ আরেক চোর। এলাকাবাসীর সন্দেহ হওয়াতে গাড়িতে থাকা রাবার সিট সমেত দুই চোরকে আটক করে। ঘটনাস্থলে তাপস দেববর্মাকে উত্তম মাধ্যম দেওয়ার পর সাথে থাকা অপর এক চোর সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে গোলাঘাটির বাসিন্দা অভিযুক্ত চোর তাপস দেববর্মাকে টাকারজলা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। টাকারজলা থানা পুলিশ চুরির মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্ত চোরকে শনিবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে। জানাযায় সমতলের সাথে পাল্লা দিয়ে পাহাড়েও প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে চুরির ঘটনা। তবে এই সমস্ত চুরি ঘটনার পেছনে মূল রহস্য বিভিন্ন নেশা। নেশার টাকা জোগাড় করতেই এ সমস্ত চুরি কাণ্ড সংঘটিত করতে চোরের দল।

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান
জিরানীয়ায় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ জুন : বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কৃষিরথ গত ৩ জুন থেকে ৫ জুন পর্যন্ত জিরানীয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে। এরমধ্যে ৩ জুন কৃষিরথ মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হরিজয় চৌধুরীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিক্রমণ করে। পরিক্রমণের সময় সেখানে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠান।

অনুরূপভাবে ৪ জুন কোবরা খামার গ্রাম পঞ্চায়েতে, রাণীরবাজার গীতাঞ্জলি হলে ও জয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ৫ জুন কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে, উত্তর মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং চম্পকনগরে হারাধন স্মৃতি কমিউনিটি হলে আলোচনা সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

প্রতিটি স্থানে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, নগর পঞ্চায়েত ও পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন, কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ কৃষি বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন। জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ডে ভারতচন্দ্রনগর ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়ন কাড

আগরতলা, ৭ জুন : গত অর্থবছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাইড ফান্ডের অর্থে ভারতচন্দ্রনগর ব্লক এলাকায় বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। এরমধ্যে ব্লকের পূর্ব পিপারিয়াখলা পঞ্চায়েতের সুকান্ত হাট অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে একটি ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার ১৩৮ টাকা।

সম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এই পঞ্চায়েতের রিয়াং পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে আরও একটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে।

তাছাড়া ঈশানচন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের ঈশানচন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অ্যাকুয়া গার্ড সহ পানীয়জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৬৩ টাকা। এছাড়াও এই পঞ্চায়েতের অফিসে সম পরিমাণ অর্থব্যয়ে আরও একটি অ্যাকুয়া গার্ড সহ পানীয়জলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতচন্দ্রনগর ব্লক কার্য্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

খোয়াই শহর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানো নিয়ে বৈঠক

আগরতলা, ৭ জুন : খোয়াই শহর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শনিবার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

খোয়াই শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুর পরিষদ কার্য্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজিত শনিবার। এদিন এই বৈঠকটি আয়োজিত হয় দুপুর ১২ টা থেকে। উপস্থিত ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজিব মজুমদার, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা, খোয়াই মহকুমা শাসক মিস চারু বর্মা থেকে শুরু করে অন্যান্য আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য হয় শহর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকট রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব এলাকার জনগণ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবী জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে পূর্ব প্রশাসন এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে। এজন্য একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভুটানের গেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি প্রতিনিধিদলের অসম ও মেঘালয় সফর

গুয়াহাটি , ৭ জুন: ভুটানের গেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি-র নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শনিবার অসম ও মেঘালয় সফরে গুয়াহাটিস্থিত লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে। তাঁদের ছয়দিনব্যাপী এই সফরের উদ্দেশ্য হল দুই রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের পরিদর্শন ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক। শনিবার প্রতিনিধি দলটি প্রথমে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas